লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিঃ ৯

প্রকাশক

এস, দত্ত

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

দাম : দু'টাকা

প্রচ্ছদপট : সজল রায়

স্কেচ : নরেন মল্লিক

প্রিণ্টার্স

শ্রীদেবকুমার দে

শ্রীবাণী প্রিণ্টিং কোম্পানী

৫০, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই নগণ্য নাটকখানি উৎসর্গ করা হইল। নাট্যরস আলোচনায়, নাট্য রচনার প্রেরণায় যিনি পদেপদে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, আত্ম-প্রচারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যিনি এই সাধারণ নাট্য আন্দোলনকে বর্তমান অবস্থায় আনিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এই নিবেদন অতি যৎকিঞ্চিত। তাঁহার পক্ষে যাই হোক প্রতি নাটক নাট্যকারের অন্তর চোয়ান সম্পদ। এই মনে করিয়া পাঠক সমাজ আমার এই প্রগলভতা মার্জনা করিবেন।

বিনীত—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

নাট্যকার

ভূমিকা

স্বাধীনতার পরবর্তি যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজতুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ, সংসার চালানর দায়িত্ববোধ, সুরুচী ও সুনির্তিবোধ তাদের সাধারণ মজতুরের মত শুধু নিজের চিন্তায় জীবন যাপন করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে আছে। তাই, যে পরিবারের কর্মসংস্থান আছে তার ঘরে পোষ্য বেকার সংখ্যাও যথেষ্ট। গৃহকর্ত্রী গৃহিণী সবাইকে জরিয়ে রাখবার জন্য পদে পদে নিজেকে বঞ্চনা করছে। এবং গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বাঞ্চত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের ওপোর বীতরাগ হচ্ছে।

এই সাংঘাতিক জীবন যুদ্ধের ফলে পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ এবং বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসি হয়ে উঠছে। এ ব্যাধির মুক্তি সন্ধান দেবার মত লোকের একান্ত অভাব। তবুও এরি ভেতরে সংখ্যায় নগন্য হলেও কিছু লোক মানুষ হয়ে বাচার দ্বন্দ্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব নৈরাশ্যের কবলে অগনিত হতাশায় দিকভ্রান্ত জনগণ কখনো কখনো দুরন্ত দুর্যোগের রাত্রিতে চপলার ক্ষণিক চমকের মত এই সব দিনভাঙ্গা বুকেও মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে।

এদের নিয়েই নাটক গাঙ্গীপ্রিয়ার সংসার। শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়। আজকের এ দুর্দিনও কেটে যাবে তার ইংগিত এতে আছে।

যুগান্তের ভস্মরাশি প্রলয়ের প্রচণ্ড নিশ্বাসে
লুপ্ত হয় ঝন ঝনঝর বাতাসে
তারপর তাপসীর তপস্যার বহ্নি শিখা হতে
নবসৃষ্টি উঠে আসে নিরঞ্জন নবীন আলোতে।

বাণী ও হরিসাধন এ যুগের তপস্বী, তাদের তপস্যা সার্থক হবে এ বিশ্বাস রাখি।

১৫৮ সি, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা—২৯।

তুলসী দাস লাহিড়ী



জন্ম—১৪ই চৈত্র, ১৩০৪

॥ লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

মায়ের দাবী

দুঃখীর ইমান

পথিক

ছেঁড়াতার

বাংলার মাটি

প্রকাশ অপেক্ষায়

ভিত্তি

॥ নাট্য রচনার কৈফিয়ৎ ॥

শ্রীমান সুনীল—আমি কেন অতি সাধারণ লোক, তাদের আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব, তাদের মান অভিমান ও প্রেম ভালবাসার কথা নিয়ে নাটক লিখতে সুরু করে একের পর এক, এক ডজন নাটক রসিক সমাজের সামনে হাজির করে করজোড়ে নিরপেক্ষ রস বিচারের প্রত্যাশায় ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছি, এ সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করে গেল।

আত্মপ্রসংসায় আত্মহত্যা করা হয়। মহাভারতের যুগ থেকে একথা প্রতি হিন্দু জানে। তবুও, ঢক্কা নিনাদের যুগ বলে ঐ কাজ মহামহা পণ্ডিতেরাও আজ নিঃসঙ্কোচে করে যাচ্ছেন। কারণ, পশ্চিমী সভ্যতার চোখে এটা প্রচারের যুগ। প্রচারে প্রবঞ্চনা এলেও buyers beware বলে তারা নিজেদের সাফাই দেন। সুতরাং এই সুকঠিন কাজটি যত সংক্ষেপে শেষ করা যায় সেই চেষ্টা করব।

মানব মনের সখ-সাধের গতি অতি বিচিত্র ব্যাপার। পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনে এবং কুব্জের চিৎ হ'য়ে সাধারণ মানুষের মত শয়নের সাধ হয়, তা সে যতই হাস্যকর হোক্। আরসীর সামনে একা বসে অতি কুরূপও নানা প্রকার মুখভঙ্গী ক'রে স্থির করে নেয় যে, কোন দিক থেকে তাকে দেখলে সুন্দর দেখায়।

সুতরাং কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে প্রসংসা পাওয়ার পর, আমার মনেও নাট্য রচনার কণ্ডুতি প্রকাশ পেল। সহজ উপায় চুরী। বিদেশী নাটকের মাত্রাহীন চুরি ক'রে, নাটক মৌলিক ব'লে চালাবার ইচ্ছা মনে এল। সঙ্গী ও বন্ধুদের মধ্যে পড়াশুনা করা ক'জন ছিল, তাই তাদের ভয়ে সেই ইচ্ছা দমন করে, নাট্যরূপ দেওয়ার কাজে মহা উৎসাহে লেগে গেলাম।

শরৎচন্দ্রের "আঁধারে আলোর" উপর শক্তির পরীক্ষা চলল। কিন্তু অন্য নাটকের প্যাঁচগুলি কি প্রকারে তাতে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য অক্লান্ত চেষ্টার বিরতি ছিল না। বহু চেষ্টায় একটা কিছু দাঁড়াল। বন্ধু-বান্ধবদের নাটক পড়ে শোনাব বলে নিমন্ত্রণ করে, লুচী ও মাংসের ভুরি ভোজ দিয়ে, যখন বিছানার নীচে থেকে নাটক লেখা কাগজগুলি সংগ্রহ ক'রতে গেলাম, তখন তার অনেক পাতা নেই—দেখে বিরক্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে গৃহিণীর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলাম। তিনি পরম বিস্ময়ে জানিয়ে দিলেন, যে ওগুলোতো লেখা-কাগজ ছিল। সুতরাং সেটা নষ্ট করে কি অপরাধ হ'য়েছে তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছেনা। আমি নাটকের কাগজের কত মূল্য, যতই বোঝাতে চেষ্টা ক'রলাম, তিনি ততই বিরক্ত হয়ে কি ভাবে ছেলের মল ঐ কাগজে বাহিরে ফেলেছেন জানিয়ে, রন্ধনশালায় চ'লে গেলেন।

বন্ধু-বান্ধবকে এ সংবাদ দিতে, তাঁরা আমার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে বল্লেন, ও কাগজের ওর চেয়ে সৎব্যবহার আর কিছু হতে পারে না, এবং হাসিমুখে পান চেয়ে নিয়ে পরম পরিতৃপ্তভাবে যে যার বাড়ী গেলেন।

নাট্যরচনার এই পরিণতির পর আর নাটক রচনা করার ইচ্ছা অনেক দিন হয় নাই।

তারপর—দৈব প্রভাবে নানা প্রকার সাংসারিক কারণে ওকালতী করার উদ্দেশ্য নিয়ে, কলিকাতায় এসে যখন ভাগ্য পরীক্ষা করছি, তখন আবার অদৃষ্টের টানে গ্রামোফোন কোম্পানী ও ষ্টার থিয়েটারে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার সুযোগ এল। সেই সময় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ

হ'য়ে উঠলাম ও ম্যানেজার অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় একটু বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং তদনুসারে তাঁর ব্যবহারও সাধারণ কর্মী-জনোচিত না হয়ে একটু অন্য রকম হ'ল।

নাটক সম্বন্ধে নানা আলোচনার ফলে দেখা গেল, মনোরঞ্জনবাবু মঞ্চের প্রভাবমুক্ত ও বাস্তবধর্মী নাটকের পক্ষপাতী। আবার অপরেশবাবু দর্শকের রুচির উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী। তাদের রুচির পরিবর্তন সাধনে খুব বেশী ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নন। বিষয়বস্তু অনুসারে নাটক বাস্তবধর্মী বা কল্পনা সর্বস্ব হবে এই ছিল তাঁর মত।

আমি সেই সময় ব্যঙ্গ নাটক মণিকাঞ্চন লিখে মনোরঞ্জনবাবুকে শোনাই, অপরেশবাবুকে শোনাতে সাহস পাইনি। প্রচুর উৎসাহ পাবার ফলে, রঙ্গ ব্যঙ্গের সঙ্গে বাস্তব সমস্যার খাদ মিশিয়ে ছোট্ট একটি নাটিকা লিখে ফেললাম ও ওঁদের দুজনকেই শোনালাম। অপরেশবাবু খুব মন দিয়ে শুনে বললেন, "অভিনয় ভাল না হ'লে নাটকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। শুনতে ভাল, অভিনয়ে জমে না— আবার শুনতে ভাল নয় কিন্তু অভিনয়ে জমে যায়, এ দুরকম নাটকই দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পরেরটার পক্ষপাতী। আসুন এটা অভিনয় করে পরীক্ষা করা যাক্।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে। এ নাটক করবেন?"

"কেন, Curtain raiser হিসেবে ছোট নাটক আমরা করে দেখেছি তো?"

তারপর, ঘটা করে নাটক পড়া ও ভূমিকা বণ্টন হ'ল।

রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার যে প্রায় একটি সং বিশেষ, এ ধারণা তখনও আমার হয় নাই। চারধার থেকে উপদেশের অন্ত নেই। সবাই সব বোঝে। কেবল নাট্যকার কিছু বোঝেনা। কত প্যাঁচ—কত অন্য কৌশল আমাকে জানতে

হল। কিন্তু তা সত্বেও নাটক Siding-এ পড়ে গেল। মহলা জমল না। শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হ'ল।

মনে মনে দুঃখিত হ'লেও, ভাল হয় নাই বলে নাটকের এই দশা হল—ভেবে মনকে প্রবোধ দিলাম। কিছুদিন বাদে সে সম্বন্ধে অপরেশবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

তিনি ব'ললেন—ওরা ত সত্যি সত্যি নাটক বোঝেন'। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তর্জন গর্জন ও ভ্রুকুটি ক'রে প্যাঁচ মেরে কেল্লা ফতে করার চেষ্টায় থাকে। এ নাটক না হ'লেও, যে বেতন ওরা পায়, তা পাবেই, তাই গা লাগাল না। আপনিও বেশী এলেন না—আর আমিও ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়ছি, তাই এমনটা হ'ল। সে যাক্, এখন আপনার বয়স কত ?"

আমি বললাম, চৌত্রিশ বৎসর।

"তবে ত' স্বচ্ছন্দে ষোল বৎসর অপেক্ষা করতে পারেন" বলে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে চোখ তুলে আমার চোখের উপর রাখলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম "ষোল বৎসর নাটক লিখব না কেন ?"

"সবদেশের নাটক এবং সেই দেশের দর্শকের জন্য লেখা হয়। তাদের রুচি, নীতিজ্ঞান, রস-বোধ সবই দেশের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে চলে আসে। সেটার গতি লক্ষ্য করে দর্শকদের চিনতে হবে। তবে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরস পরিবেশন করা সম্ভব হবে। বেশী এগুতে গেলেও বিপদ বেশী পেছিয়ে পড়লে বিপদও। তবে সব দেশের রসিক দর্শক এগিয়ে চলে। তারা রস বিচারের মান উন্নত করার প্রয়াস করেন এবং তাদের মত শেষ পর্যন্ত সাধারণ দর্শকও গ্রহণ করে। এবিষয়ে বিশেষ আলোচনার জন্য সুবিজ্ঞ সমালোচকগণ ও সংবাদপত্র বিশেষ সাহায্য করে। এই সাধারণ দর্শকের সঙ্গে বেশ ভাল করে পরিচিত না হলে নাট্যরচনা সার্থক বড় একটা হয় না।"

এই বলে অপরেশবাবু নানা জয়-পরাজয়ের কাহিনী দিয়ে তাঁর উক্তি সমর্থন করলেন।

সাধনা! ষোল বৎসর ভাল মন্দ সব নাটক দেখে, দর্শক মনে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রে, মনে মনে বিচার করে তার জনপ্রিয়তার সম্ভবনার একটা ধারণা ক'রে, যখন সেটা প্রায়ই মিলে যাবে তখন নাটক লিখব! এমন করে কেউ শিক্ষানবিশী করে কি? অথচ অপরেশবাবুর অভিজ্ঞতাকে উড়িয়ে দিতেও পারা যায় না। তাই নাটক লেখা বন্ধ ক'রে ঐ ব্যাপারে মেতে গেলাম।

ক্রমে নাট্যকারের কতকগুলি মারাত্মক দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। অন্য নাটকের জমাটি প্যাঁচ কোনও প্রকারে নিজের নাটকে ঢুকিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রায় সব নতুন নাট্যকারেরই হয়। ফলে মাত্রাজ্ঞান গোলমাল হয়ে গিয়ে নাটকে একটি মারাত্মক দোষ দেখা দেয়। সে দোষের নাম Shifing। যার উপর দর্শকের দৃষ্টি আপন প্রভাবে এসে পড়ে কিছু দূর যেতে না যেতে সেই দৃষ্টি অন্য চরিত্রের উপর পড়ায় দর্শক বিব্রত হ'তে বাধ্য হয়। তাতে রস সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়।

তারপর, ষোল বৎসর শিক্ষানবিশী না করেই নাটক লিখলাম। নাটক ভাবাধিক্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ছবিতে রিক্তা নামে ও মঞ্চে মায়ের দাবী নামে সফল সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হল। আজ সে নাটক বাজারে পাওয়া যায়না। পুনর্মুদ্রণের জন্য ভাল করে পড়তে আর নিজেও উৎসাহিত হই না। কেন যেন—মনে হয় ঘটনাসংস্থাপনে স্বাভাবিকতার অভাব আছে।

তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুরুতেই আমি কলিকাতা ছেড়ে এবং সিনেমা ও মঞ্চের মায়া কাটিয়ে দেশে ফিরে যাই। আমার ছোট ভাইয়ের মৃত্যু, আমার বাবাকে ও আমাকে খুবই বিচলিত করেছিল। সেখানে জলপাইগুড়ী জেলায় একটী খামার বাড়ী গড়ে তোলা উপলক্ষে ক্রমে চাষীদের সঙ্গে সংযোগ হ'তে থাকে। নানা ভাবে ভদ্রবেশীদের কাছে প্রবঞ্চিত ও হৃতসর্বস্ব হ'য়ে তারা ভদ্রবেশী জীবকে আপন বলে কিছুতেই ভাবেনা। আমি তাও বুঝি নাই। জংলীস্বভাব, তাই এই রকম—মনে করে এই ভাবে তাদের

দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে অনেক সময় রূঢ় আচরণও ক'রেছি। তবুও দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক এবং এদের কি হবে এ চিন্তায় আমাকে বিব্রত করে তুলল।

আমি একটা উপায় স্থির করে, তখনকার বাজার দরে আধিয়ারদের আমার অংশের ধান দিয়ে এলাম এবং বৈশাখে আউসের অবস্থা না দেখে কিছুতেই যেন না বেচে তাই বলে এলাম। পাচ টাকার ধান পনর হ'তেই তাদের অনেকেই বেচে দিল। বৈশাখে কুড়ি বাইশ টাকায় কিনতে হল। প্রথমেই হাল-বলদ, পরে জমি গেল। মুনাফাবাজ গ্রামের শোষক সুযোগের সৎব্যবহার করতে লাগল।

ভারত ছাড় আওয়াজ দিয়ে নেতারা জেলে গিয়ে ঢুকলেন। কোনও কার্য পদ্ধতি নেই। অবিচারে অত্যাচারে জনতা অস্থির হ'য়ে ফুঁসতে লাগল। কিন্তু ইংরাজ এমন কৌশলে রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য বজায় রাখল যে, এলোমেলো কিছু বিপ্লব প্রকাশ পেলেও, কার্যকরী ভাবে কিছু হ'ল না। ফলে অগণিত কৃষক ও চাষী মজুর ও মজদুর প্রাণ হারাল।

এই দুর্ভিক্ষের পরিবেশে প্রথম মাটীর কাছের মানুষের কথা নিয়ে আমি দুঃখীর ইমান লিখলাম। চির সুহৃদ মহর্ষি উৎসাহ দিয়ে যাতে এ নাটক অভিনয় হয় তার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু হ'ল না। তার পর ১৯৪৬ সালে নাট্যাধিনায়ক শিশিরবাবুকে পড়ে শোনান হল। নাগরিক দর্শক নেবে কি নেবেনা এ সমস্যা থাকা সত্বেও তাঁর নাট্য রসিক মন নাটক মহলায় ফেললেন। অভিনেতারা অন্তর দিয়ে ভূমিকা উপলব্ধি ক'রে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। এবং দাঙ্গার কিছু পরে খোলা সত্বেও নাগরিক মন নিয়ে রসিক দর্শক উচ্ছসিত প্রশংসায় নাটককে সম্বর্দ্ধনা জানাল। জীবনের সত্য কত সহজে মানুষের মনকে অভিভূত ক'রে এ তত্বের সন্ধান পেয়ে আমিও সাহসের সঙ্গে নানা দিক থেকে বর্তমান জীবনের জলন্ত সমস্যাগুলি নাটকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা শুরু করলাম।

ভরত নাট্যশাস্ত্রম্ শিবসূত্রম ও অলঙ্কার শাস্ত্রের চরম কথা—রস। সহৃদয় হৃদয় সংবাদী। যে ভাবে দর্শকের মনের তন্ত্রী বাঁধা আছে, সেই সুরে নাটকের ভাব বাঁধতে পারলেই সহজে দর্শক রসে অভিভূত হয়। সাধারণতঃ ভাব বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। ক্রমে মানব মনে কল্পনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে কত নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় ভাবেও প্রভাবিত করে।

শব্দের প্রভাবে তার কল্পনা তাকে এক অপূর্ব কল্পলোকে নিয়ে যায়। শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন—উদার গম্ভীর এই কথা কটি থেকে সে তপোবন না দেখা থাকলেও কল্পনায় তার মাধুর্য উপলব্ধি করে। ক্রমে সে বলে "রসৈবেসঃ—হ্যেবায়াং লব্ধা আনন্দী ভবতি"। প্রথম নাট্য শিক্ষা যার কাছে পাই তিনি সপ্তসাগরের কথা বলে নাটকের উপমা দিতেন। কোথায় এ তত্ত্ব তিনি পেয়েছিলেন জানি না। কিন্তু ইংরাজী অক্ষর c দিয়ে সাতটি মূল কথা তিনি বলতেন। Character, Contrast, Conflict, Complication, Crisis, Conclusion, Cathareeis.

Greek নাট্যকারেরা শেষের কথাটির উপর খুব জোর দিয়েছেন। দর্শক ভাবে অভিভূত হ'য়ে ভাবের স্রোতে ভেসে যেত। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা কিন্তু সঙ্গে প্রসাদগুণ যোগ করে নাটকের প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। পরম পরিতৃপ্ত মনে দর্শক নাটকের ভাবের খেলায় অংশ নিয়ে উঠে আসবে—এই ছিল তাদের কাছে নাটকের সার্থকতার চরম কথা। আজ বিশ্বাস যোগ্য কাহিনী দিতেও অক্ষম, এমন সব নাট্যকার মূর্খ মুনাফালোভীর স্তাবকতা করে নাটকের হাট জমিয়েছেন। দর্শক বিব্রত হচ্ছে এবং রস বিকৃতিকে নাটকের সম্পদ মনে করছেন। শিক্ষিত জনসাধারণেরও অনেকের দৃষ্টি পশ্চিমী নাটকের উপর। অথচ, তাদের সঙ্গে জীবন দর্শনে মূল ভেদটুক তাঁরা লক্ষ্য করছেন না। Survival of the fittest—পশু স্বভাবের কথা। এদেশে সে স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। সব সময়েই দুর্বলকে

সবল রক্ষা করবে এই ছিল মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ মানব মনে দেবতা জাগার যে ইঙ্গিত করেছেন তাতেও সেই কথা বলেছেন।

যখন মরণ পণে হানি অমঙ্গল
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হ'তে বক্ষে আসে
অনায়াসে
দাড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মানব বক্ষ হ'তে দেবতা বহিরে আসে
মর্ত্তের আলোতে,
সেদিন তার পরিচয় মর্তলোকে
অমর্ত্তেরে করি তোলে অক্ষুন্ন অক্ষয়।

স্বামী বিবেকানন্দও Divine spark জাগানর তপস্যা মানব জীবনের তপস্যা বলে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দও তাই।

তাঁরা, গায়ে জোর থাকলে দুর্বলকে মেরে কেড়ে খেতে হবে, একে এদেশের শিক্ষা বলেন নাই। পশ্চিমী লম্বা বুলী ঝেড়ে মূর্খ ঠকিয়ে যাঁরা আসর জমিয়ে নিজকে জাহির করতে চান, তাঁরা অনেক রকম গালভরা কথা ও বিকট নাম উচ্চারণ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। আমার দেশের নাটক আমার দেশের দর্শকের জন্য। England—Scandenavia—Russia বা France-এর জন্য নয়। এতত্ব তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি।

এই সব Careerist আজ দেশের সর্বত্র সর্ববিভাগে আসর জমানর চেষ্টায় আছে। সাধু সাবধান!

বিশ্বরূপায় গিরীশ নাট্য উৎসবে অভিনীত

প্রযোজনায়—অচলায়তন

শনিবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৫৯

পরিচালনায়—তুলসী লাহিড়ী

।। চরিত্র চিত্রণে ।।

চরিত্র	নাট্য সম্পর্ক	অভিনেতা
ইন্দ্রনাথ	...জনৈক দরিদ্র ভদ্রলোক	..শ্রীতুলসী লাহিড়ী
বিশু	— ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র	— শ্রীগণেশ বসাক
ছোটকা	— ,, কণিষ্ঠ পুত্র	— শ্রীগোবিন লাহিড়ী
হরিসাধন	— ,, প্রতিবেশী যুবক	— শ্রীপিনাকী বসু
বামাচরণ	— ,, ,, প্রৌঢ়	— শ্রীকালী সরকার
ন্যাপলা	— ,, ,, এক শ্রমিক	— শ্রীশিবনাথ বাবু
অনাথ	— চানাচুর বিক্রেতা	— শ্রীঅরুণ কান্তি মুখোপাধ্যায়

১ম মজুর } — ফ্যাক্টারীর মজুর — শ্রীমিন্টু গাঙ্গুলী
২য় মজুর } — ফ্যাক্টারীর মজুর — শ্রীনির্মল মৈত্র

দুলাল } — পাঠশালার ছাত্রদ্বয় — শ্রীবিমল প্রধান
আশু } — পাঠশালার ছাত্রদ্বয় — শ্রীবিপ্লব দাস

আকাইল্যা ... তারিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র — শ্রীদিপক দাস

পচা ... তারিনীর কনিষ্ঠ পুত্র .. শ্রীবাণীব্রত দাস

বাচ্চা ছেলে ... মুসলমান রমনীর পুত্র — শ্রীগৌতম ঘোষ

মহাবীর সাউ ... জনৈক মদ্য ব্যবসায়ী ... শ্রীমাখন বসু

শশাঙ্ক ... ভদ্রবেশী নামজাদা গুণ্ডা-সর্দার — শ্রীঅশোক ঘোষাল

মাণিক ... শশাঙ্কের সহকারী — শ্রীসুনীল সরকার

চৌধুরী [রেজা]... ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার — শ্রীসামু চট্টোঃ

শিউকিষণ .. জনৈক কনষ্টেবল — শ্রীবিমল দাসগুপ্ত

পাতাম্বর } ... দু'জন সি, আই, ডি, — শ্রীসুধী প্রধান
বিভূতী } ... দু'জন সি, আই, ডি, — শ্রীবাদল চট্টোঃ

লক্ষ্মীপ্রিয়া ... ইন্দ্রনাথের স্ত্রী — শ্রীমতী আভা মৌলিক

বাণী ... ,, কন্যা — শ্রীমতী শ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁটি মাসী ... বামাচরণের স্ত্রী — শ্রীমতী তিলোত্তমা ভট্টাচার্য

তারিনী ... প্রতিবেসিনী — ,, বাণী দাসগুপ্তা

মুসলমান ... জৈনকা মুসলমান রমনী — শ্রীমতী বিভা মৌলিক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার। লক্ষ্মী অনেকদিন ছেড়ে গেছেন। একটা পায়াভাঙা পুরাতন তক্তাপোষে, জীর্ণ মলিন বিছানায় তেলচিটে পড়া বালিশ মাথায় দিয়ে মরণাপন্ন রোগশয্যায় লক্ষ্মীপ্রিয়া শুয়ে আছেন। খালধারে একটা বস্তীর পিছনদিকে এর অংশে দেড়খানা কামরা নিয়ে তার বাস। কাদার আস্তর খ'সে যাওয়া, বাঁশ-বাখারী বেরিয়ে পড়া, দেয়ালের গায়ে; কয়েকটি দেবদেবী ও পুরোণ ক্যালেণ্ডারের ছবি আছে। ঘরের এক কোণে একটা বড় পুরোনো কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপোর প্রায় ভাঙা দু'টো তোরঙ্গ আছে। পুরাতন কাপড়ের হরেক রকম পাড় জুড়ে তৈরী একটা ঢাকনি তার ওপোর চাপা দেওয়া আছে। দেয়ালের একটা কলুঙ্গীতে সযত্নে একটা লক্ষ্মী ঠাকরুণ বসান আছে। আর তার ঠিক নীচেই খড়বড়ের ওপোর একটা গলাভাঙা মাটীর কলসীর মুখ, একটি তেবড়ে যাওয়া এনামেল চটা লোহার গ্লাস দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের দিকে চাইলেই বোঝা যায়, কত দীর্ঘ দিন ধরে কত অভাব বঞ্চনা বেদনা আর উদ্বেগ নিয়ে, এই সংসারের খেলা খেলে, দানের পর দান হেরে হেরে অবসন্ন লক্ষ্মীপ্রিয়া আজ সংসার থেকে সরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তার চোখের সামনে জানালার মাথায়, বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী একসংগে যে ছবিটি তুলেছিল, সেটি ঝুলছে। চটা ওঠা আধভাঙা ফ্রেমের ওপোর আবার একছড়া তাজা গাঁদা ফুলের মালা আজ ঝোলান হয়েছে।

মেয়ে বাণী, বয়স ১৯।২০ বৎসর। বিমর্ষ হতাশ মুখে মাথার কাছে বসে আছে। ডানহাতের পাখাটি মাঝে মাঝে নেড়ে মায়ের মাথায় বাতাস করছে আর বাঁ হাতে অবুঝ চোখের অঝোর ধারা থেকে থেকে মুছছে। ঘরের বাঁ পাশের খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো এক ফালি এসে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বুকের উপর পড়েছে। শুধু ঐ টুকু আলোতে কংকালসার ভাঙাবুক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংগে সংগে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, যে সে এখনও বেঁচে আছে। বয়স তার যাই হোক, ব্যর্থতার তীব্র ব্যথায় জীবনের দিনগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে তাকে আজ হিসাব নিকাশের অতীত একটা বয়সে উপস্থিত করেছে। ঘর নিস্তব্ধ নিঃঝুম। দূরে বস্তীর অন্যান্য ঘরের কথাবার্তা রস রসিকতা আর খালপাড়ের নৌকো-মাঝি কুলী-মজুরের সাড়া ভেসে আসছে। কোন পূর্ববংগের মাঝি উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছে

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে।
আমি আর বাইতে পারলাম না।"

বস্তীর অপর একটি ঘরের ভাড়াটে, বর্ষিয়সী পুঁটী ঠাকরুণ রুগীর খবর নিতে লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকলেন।

পুঁটি। ঘরে তোদের আলো নেই কেন রে বাণী?

বাণী। [কান্নাচাপা অবসন্ন স্বরে] লণ্ঠনে তেল নেই মাসী।

পুঁটি। মরণমুখী রুগীর ঘর। আঁধারে ভয় করে না?

বাণী। না।

পুঁটি। মানুষের শেষ সময়ে, তার মরে যাওয়া আত্মজন সব সংগে করে নিয়ে যেতে আসে। শুনিস নি?

বাণী। শুনেছি। আত্মজন আমাদের কেউ ছিলওনা আর নেইও। থাকলে মা'র কাছে শুনতাম।

পুঁটি। তোর বাবা আসেনি বুঝি? মানুষটার কি যে আক্কেল, ভেবেই পাই না বাবা।

বাণী। দাদা এসেছে। তাকে খুঁজতে গেছে।

পুঁটি। খুঁজতে আবার কোন চুলোয় গেলো বিশু। জানে তো, যে সন্ধ্যের সময় ইন্দিরনাথ ঐ মহাবীর সা'র দোকানের আশে পাশে মদ খাবার আশায় ঘোরে।

বাণী। দাদা বোধ হয় ঐ শুঁড়িখানাতেই গেছে।

পুঁটি। ছোট্‌কা কোথায়?

বাণী। ডাক্তার দেখে গেলো, তার সংগে গেছে।

পুঁটি। ডাক্তার কি বল্লে?

বাণী। কিছুই বল্লে না। শুধু হুম বলে উঠে গেলো।

পুঁটি। বিনি পয়সার চিকিচ্ছে কিনা। গেরাহ্যি নেই। তোর মা কি ঘুমুচ্ছে?

বাণী। কি জানি।

পুঁটি। সে কি গো? দেখি! এগিয়ে উবু হয়ে বুকের কাছে লক্ষ্য করে শ্বাস বইছে আহারে, বোধহয় ঐ মুখপোড়াকে একবার জন্মের শোধ দেখবার আশায় প্রাণটা এখন ও রয়েছে।

বাণী। তা হবে।

পুঁটি। ঠিক তাই। আমি ত' কমসে কম বিশ বছর ধরে দেখছি, সে রাত বারোটা হোক - একটা হোক—মিন্‌ষের জন্যে জেগে বসে থাকতো। তোর বাবাও আগে তো মদ খেতনা। লড়াই বাজারে ওর মাথা খেল।

[ছোট ছেলে ছোটকা এল। বয়স ১৬।১৭, দেহের কাঠামো ভাল, তবে পরিপুষ্টির অভাবে মাংসহীন। পরনে ছেঁড়া হাফ্‌প্যান্ট, গায়ে শতছিন্ন গেঞ্জী]

ছোট। দেশলাই কোথা দিদি?

বাণী। রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে দেখ। [হাতড়ে, কুলুঙ্গী থেকে দেশলাই বের করে একপয়সা দামের মোমবাতী জ্বেলে কুলুঙ্গীতে বসিয়ে দিতে ঘরের বিকটতা আরও প্রকট হয়ে উঠল। গাঁদা ফুল ঝোলান ছবিটির দিকে চেয়ে বিরক্তি ভরে পুঁটি ঠাকরুণ বললেন।

পুঁটি। ম-র-ণ দশা। এই ছবিতে আবার মালা ঝোলান হয়েছে। কে ঝোলালে? হুঁ: বিয়ের পর দুজনার একসঙ্গে তোলা ছাপ কি না।

বাণী। মা সকাল থেকে এমন বায়না ধরলে –

ছোট। তাইত আমি মিণ্টুর ঠেঙ্গে চারটে পয়সা ধার করে—

বাণী। বেশ করেছিস্। থাম্। ডাক্তার ওষুধ দেয়নি?

ছোট। না। গঙ্গাজল খাওয়াতে বলেছে।

পুঁটী। বাণী, গঙ্গাজলই ওর মুখে দেখা। আহা! অন্তে ঠাকুর যেন দয়া করে। এ জন্ম ত দুঃখের বোঝা বয়েই গেল, আর জন্মে যেন সুখ হয়। আমি চল্লুম। ডাল চাপিয়ে এয়েছি তো। লণ্ঠনটা থাক্। হ্যাঁলো! আজ খাবার ব্যবস্থা কি তোদের?

বাণী। সে দেখা যাবে।

ছোট। বারে! এদিকে আমার শালা পেট চুঁই চুঁই

বাণী। কি চ্যাঁচাচ্ছিস্ ছোটকা?

ছোট। যা যাঃ। আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে, নিজের হলে বুঝতিস্। মাইরি মাসী! মায়ের অসুখ হয়ে অবধি আমার শালা হাড়ির হাল হোল।

বাণী। মা নিজে না খেয়ে খাওয়াত কি না!

ছোট। খাওয়াতই তো। এখন দিদি বাড়ীর গিন্নী। আমাদের কলা দেখিয়ে, নিজেরটি ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে।

বাণী। শোন মাসী! কথার ছিরি দেখ।

ছোট। হরিদা চুপি চুপি আসে কেন? আমরা থাকতে আসেনা কেন, আমি কিছু বুঝিনা বুঝি?

বাণী। কি বেইমান রে তুই? ভদ্রলোক অসময়ে দয়া করে কত সাহায্য করছেন।

ছোট। সেত জানি। কদিন মার জন্যে সাগু মিছরি এনে দিয়েছে। আর সেদিন দেখলুম না, ঠোঙ্গাভর্তি বেগুনী।

বাণী। শুনছ মাসী! শুধু মাড খিদের জ্বালায় খাচ্ছিলাম, তাই চার পয়সার ওই সব এনে দিল। ওমনি ছুটে এসে ভাগ বসালিনা?

ছোট। সেদিন দেখে ফেল্লুম কিনা তাই।

বাণী। চুপ কর বেইমান! অসময়ে ভদ্রলোক কত উপকার করছেন -

ছোট। যা যা। বিনি মতলবে সব শালাই উপকার করে।

বাণী। ভদ্দরলোকের ছেলে আর কথা কওয়ার কি ছিরি!

ছোট। কোন শালা ভদ্দরলোকের ছেলে। পাড়াতে তো বাবার নাম ইন্দির মাতাল।

বাণী। [অত্যন্ত রেগে চুপ, চুপ কল্লি!

ছোট। [ঝাকি মেরে সরে গিয়ে] কত চুপ কব? খেতে পাবনা, পরতে পাবনা, ভদ্দরলোকের ছেলে, ভারী ত আমার ইয়ে! ঐ মা টি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের জল ফেলে -

বাণী। দোহাই তোর। চ্যাচাস্‌নি ছোট্‌কা।

ছোট। [গলার স্বর নামিয়ে] মাইরি! শুধু ঐ মার জন্যে। নইলে কবে try নিতুম। নিত্‌দা রোজ বলে—ছোট্‌কা এমন হাত সাফাই তোর, কাজে লাগারে। দুঃখ ঘুচে যাবে।

বাণী। খুব বাহাদুর হয়েছিস দেখ্‌ছি। বাপমার দুঃখু যদি বুঝতিস্‌।

ছোট। বাবার দুঃখু বুঝতে যাব কেন? আমাদের শালা হরি মটর, দফায় দফায় উপোস, আর বাবার তো রোজ মাল জোটে। কি আর বলব মাসী, ঐ মাদারটি, নিজেও ম'ল, আমাদেরও মেরে গেল।

বাণী। তুই কি কিছুতেই চুপ করবিনা ছোটকা? [মার মুখের কাছে কান পেতে শুনে] ঐ ছোটকা চাঁচাচ্ছে মা। মার কাছে আয়। ম ডাকছে। [ছোটকা মার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, মুখের কাছে ঝুঁকে কোমল কণ্ঠে বলতে লাগল]

ছোট। কি বলছ মা? আমি যে তোমার কথা শুনতেই পাচ্ছি না। কোথাও যাইনিতো মা। [নিজের হাত মার বুকের কাছে সস্নেহে রেখে] তোমার কাছেই তো সারাদিন আছি মা। কি? না বাবা তো এখনও আসেনি।

পুঁটি। আহারে! ঐ মিনষেকে দেখবার জন্যে এখনও প্রাণটা আছে। ছোটকা।

ছোট। [উঠে এসে] কি মাসী?

পুঁটি। তোদের এ বাড়ীতে আসা অবধি আমি তো দেখছি। তোর মার বড্ড মায়া গো। তোদের কেউ চোখের আড়াল হলেই ও কেঁদিয়ে যেত। আজ মার কাছেই থাকিস বাবা।

ছোট। বারে? খাব না কিছু? ঘরে তো কিচ্ছুটি নেই। বাইরেও কোন শালা আর ধার দিতে চায় না। ঠোঙা বেচে কি সংসার চলে?

পুঁটি। আমার ভাত নামলেই ডাকব। আমার ঘরেই খেয়ে নিস্।

ছোট। [খুশী হয়ে এক গাল হেসে আব্দারের সুরে বল্ল] মাসী! তোমার তো ছেলেমেয়ে হয় নি। আমায় ধর্ম ছেলে করে নাও না। মাইরি! তা হলেই পেটটা চলে যায়। আমি ফুট ফরমাস খেটে দোব।

পুঁটি। একটা পেট পোষা মানে ২০।২৫৲ টাকা। আমাদের মত কোন মেসো মাসীর সে ক্ষমতা নেই রে বাবা! পোড়ার দেশে আগুন লেগেছে। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে গেলেন]

[ছোটকা ফিরে চেয়ে দেখে বাণী কাঁদছে।]

ছোট। জানিস দিদি! মার চোখের জল দেখলে আমারও কান্না পায়রে। তাই তো কিচ্ছুটি করতে পারছিনা। বেমক্কা ধরা পড়ে মার খেলে, কি জেল ফেল হলে মা কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে, তাই। নইলে খালি গা, খালি পা, ছেঁড়া তালিমারা প্যাণ্ট, দিনরাত শালা পেট চুঁই চুঁই- -কি আমার ভদ্দরলোকের ছেলেরে!

বাণী। [ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে] ও ছোটকা দোহাই তোর, চুপ কর

ছোট। কত চুপ করে থাকা যায়? পাড়ার কোন শালার চায়ের দোকানে একটা কাজও জোটে না।

বাণী। ওরে শোন! মার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আগে প্রাণটা বেরোক তারপর যা ইচ্ছা করিস্। কেউ কাঁদবে না।

ছোট। [উঠে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে] মা মরবে কেন? আর বাবা বাঁচবে কেন? আমার চায়ের দোকানের কাজ—

বাণী। থাম্। চুরি করেছিলি যে! সে কথা ভুলে গেছিস্। তাই সে কাজে জবাব হয়েছে।

ছোট। নো, আমি বলছি নো। খিদের জ্বালায় দুটো সিঙ্গাড়া খেয়ে ফেলেছিলুম, তাই দোকানদার মেরেছিল, সে-ত শোধবোধ হয়ে গেছল। ঐ মাতালটা গিয়ে তাদের সংগে গালাগাল মারামারি সুরু করলে। তাই তারা আমায় তাড়ালে। কে হুজ্জুৎ সইবে? আমরা সই বলে অন্যে সইবে? নেভার, মাতালটা আমাদের সব্বাইকে গালাগালি করে আর মারে। সেদিন মাকে লাথি মার্লে—আবার বলে কিনা, তুমিই আমার এই সর্বনাশ করেছ।

বাণী। ওরে কি ভাগ্য নিয়েই আমরা জন্মেছিলাম রে।

ছোট। দাদার গায়ে তো জোর আছে। একদিন দেয় না কেন ওর গলাটা টিপে। আমিও বোধহয় পারি দিদি!

[নেপথ্যে হুড়মুড় করে কি একটা পড়ে যাবার মত শব্দ হল, বড় ভাই বিশু হেঁকে বলল "ছোটকা আলো ছাখা"। ঈষৎ মাতাল অবস্থায় ইন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকল, সঙ্গে এলো বিশু। তার পরণে প্যান্ট বুস সার্ট, পায়ে পালিশ করা তালি দেওয়া জুতো।

ইন্দ্র। Home sweet home! There's no place like home. ছেলে বেলায় পড়েছিলম, সিংহাসনটেবের কর ছোটকা। [তক্তাপোষের নীচে থেকে আধভাঙ্গা একটা মোড়া বের করে ছোটকা এগিয়ে দিতে টাল খেয়ে বসে বলল] Balance ঠিক রাখতে কোনদিনই পাল্লুম না। থাক্‌গে যাক্। তোদের জননী কেমন আছে রে? কিরে কথা নেই কেন? হয়ে গেছে নাকি?

বাণী। বাবা!

ইন্দ্র। থামলি কেন? বল না? বলে যা। তোর মার কথাগুলো রোজ শুনে শুনেও শিখতে পারিসনি? রোজই কেমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলে "সেই তুমি এমন হলে কেন?" [একটু থেমে কেন এমন হলাম, তার জবাব কে দেবে? দারিদ্র্য দোষগুন রাশি নাশী। এই বিশু, শূয়ার বা বাচ্চা! বড় কায়দেষ্টিক ড্রেস পোযাক দেখছি যে! অথচ একটা কাজও জোটাতে পারিস না?

বিশু। [উদ্ধতভাবে] না।

ইন্দ্র। বেইমান! নিমকহারাম! বাপ মাকে খেতে দিলে মহাপাপ হয় না?

বিশু। পড়িয়ে শুনিয়ে কত পাশ করিয়েছ? মাইনে বন্ধ করে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নাওনি? কাজ! কাজ রাস্তায় পড়ে আছে। তবু যখন যা পেয়েছি এনে মাকে দিয়েছি! আর সেই টাকায় তুমি মদ গিলেছ!! আমি তোমার খাইওনা, পরিওনা।

ইন্দ্র। Rascal! Swine! Son of a bitch.

বিশু। [উঠে দাড়িয়ে] খবরদার গালাগালি দিওনা।

ইন্দ্র। [উঠে দাড়িয়ে] কি মারবি নাকি?

বাণী। [হাত জোড় করে] দাদা তোর পায়ে পড়ি চুপ কর। [বিশু দাতে দাত চেপে মুখ নীচু করে মাটিতে বসে রইল]

ইন্দ্র। [আপন মনে গজরাতে লাগল] মদ গেলে—মদ গেলে—কে মদ গিলতে বলেছে, জানিস? ঐ শুয়ে আছে—মরছে,—

বাণী। বাবা, মা যেন কি বলছে। একবারটি কাছে এসে শোন।

ইন্দ্র। কি আবার বলবে! চিরদিন যা বলছে তাই বলবে, তোদের দেখতে বলবে। আমার দিকে কেউ দেখেছ? সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, বেদম হয়েছি, তার উপর হপ্তায় তিন চার দিন ওভার টাইম, কি খেয়েছি, কি পরেছি—যা এনেছি সব দিয়েছি তোদের সংসারের জন্য। এখন বুড়ো বলে discharge করেছে। ব্যাস– বোম্ ভোলা।

[সবাই চুপ করে রইল। ইন্দ্রনাথ গুনিয়ে গান ধরল]

সুখের নেশা চটে যাবে

আজ যেখানে বাসর শয্যা

ফুল সাজে সাজাবে

কাল হয়ত ভাই সেইখানেতে

শ্মশান দেখতে পাবে।

শালা গরীবের ছেলের ঘোড়া রোগ! সুখের নেশায় বিয়ে করলুম। এখন, এই সব পুত্র-কন্যা। নিজের সর্বনাশ নিজে করেছি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।

বিশু। [সহ্য করতে না পেরে রূঢ় স্বরে] হা তাই করেছ, বিয়ে করে নয় মদ গিলে গিলে।

ইন্দ্র। চোপ রাও! শুয়ার কা বাচ্চা! তুই কি জানিস রে? ওই যে শুয়ে রয়েছে, সে জানে। চড় চড় করে বাজারে সব কিছুর দাম চড়ে

গেল। ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। এখন উনি বল্লেন "একটু মদ খেলে যদি দম পাও, খেয়ে ওভারটাইম খেটে-টাকা আন" আমরা পারি না পারি মালিকের কাজ চাই। টাকা ধরিয়ে দিলে। [স্ত্রীর দিকে চেয়ে] টাকা নেবে টাকা,

মন-রবির সুতে বাধিয়ে রে যখন,

কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় বন্ধুগণ।

বাণী। বাবা অমন করোনা একটু চুপ কর।

ইন্দ্র। আচ্ছারে আচ্ছা। এই চুপ করলুম, বল্লেই বা শুনছে কে? আর শুনলেই বা বুঝবে কে? [দরজার দিকে চেয়ে] কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

ঐ বস্তীর অপর অংশের বাসিন্দা হরিসাধন ঘরে এল]

হরি। আজ্ঞে আমি হরিসাধন। বস্তীতে ঢুকতেই বাঁহাতি যে ঘরটা সেই ঘরে থাকি।

ইন্দ্র। ও! এখানে কি চাই?

হরি। আমি ওর খবর নিতে এসেছি [আঙ্গুল দিয়ে রোগানির দিকে দেখাল]

ইন্দ্র। খবর? কি খবর চাও? সুখবর না কুখবর?

হরি। সুখবরইত লোকে চায়।

ইন্দ্র। ব্যাস তবে শুনে যাও। এই যে আমি নাম ইন্দ্রনাথ চক্কোত্তি, আজ দেখছ বেস কাঠ, কিন্তু একদিন এরও যৌবন ছিল। আর ঐ যে দেখছ লক্ষ্মীপ্রিয়া ছেঁড়া চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে মিশিয়ে—খাবি খাচ্ছেন, ওরও একদিন রূপ যৌবন সবই ছিল। বিশ্বাস হচ্ছেনা? আচ্ছা দেখাচ্ছি। স্বচক্ষে দেখে যাও তার সাক্ষী রয়েছে, ত্মাখ।

[উঠে টলতে টলতে ছবির কাছে গিয়ে]

মালা চড়িয়েছে কে? কে চড়িয়েছে এ মালা?

বাণী। সকালে মা বলেছে তাই—

ইন্দ্র। বলেছে বুঝি। [লক্ষ্মীপ্রিয়ার দিকে চেয়ে] সাধ করে বিষ খেয়ে পঁচিশ বছর তার জ্বালায় জ্বলে জ্বর জ্বর হয়েও ভালোবাসার সাধ মেটেনি? জীবন তিলে তিলে ক্ষইয়ে দিলে। কি পেয়েছে? আজীবন দুঃখ লাঞ্ছনা আর অভাবের দংশন। Fool Idiot। এই ছোটকা মালা ছিড়ে দেল। ওঠ—উঠলিনি? আচ্ছা আমিই ছিঁড়ে ফেলছি।

[ছবির দিকে এগুতেই বিশু হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিলে]

কি গায়ে হাত তুলছিস?

বিশু। ওছবিতে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি।

ইন্দ্র। [মুখ বেঁকিয়ে অদ্ভুত শ্লেষের হাসি হেসে] জীতা রহো বেটা। দেখছো? মাতৃ-ভক্ত সন্তান। পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিল। আর কলিতে বিশুরাম পিতৃহত্যা করবে, হারামজাদা, বেরোও বাড়ী থেকে, বেরোও

বাণী। বাবা—বাবা—ওমা-মাগো- [কেঁদে উঠল]

ইন্দ্র। [পেছিয়ে এলো] কি হলরে বাণী, ফুরিয়েছে?

বাণী। ও দাদা ও ছোটকা- মা-যে কেমন করে উঠল,

[ছোটকা আর বিশু মার কাছে গিয়ে কেঁদে উঠল মা মা]

ওগো মাগো—মা আমাদের ছেড়ে গেলে মা—

ইন্দ্র। তোরা কাঁদিসনে—ও জুড়িয়েছে রে জুড়িয়েছে।

[মোড়ায় বসে হাঁটুর উপর কনুই রেখে দুহাতে মুখ ঢেকে দুলতে লাগল। পুঁটি ঠাকরুন ছুটে এসে শিয়রে দাড়ল]

পুঁটি। বাণী।

বাণী। আর নিঃশ্বাস পড়ছেনা মাসি। মা আমাদের ছেড়ে গেল।

[পুঁটি স্তব্ধ হ'য়ে দাড়িয়ে রইল। ওরা কাঁদতে লাগল—মা—ওমা—]

ইন্দ্র। [হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে] ওরে তোরা চুপ কর। দেহ ছেড়েও আত্মা

নাকি মায়ার আশে পাশে ঘোরে। ওকে তোরা নিষ্কৃতি দে—ও চির দুঃখের হাত এড়িয়েছে, আমার হাত এড়িয়েছে, তোদের হাত এড়িয়েছে, ওকে নিষ্কৃতি দে।

[ছুটে গিয়ে ছাব টেনে নিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে]

লক্ষ্মীপ্রিয়া—তোমার আমার সারা জীবনের ভুলের আজ শেষ হল। আমি তোমায় ছুটি দিলাম—ছুটি দিলাম।

[ইন্দ্রনাথ টলতে টলতে চলে গেল]

বাণী। বাবা—বাবা

পুঁটি। ওকে যেতে দে বাণী, আর ডাকিসনা। মদ গিলে গিলে পাগল হয়ে গেছে।

বাণী। আমাদের কি হবে মাসী? আপন জন বলতে কেউ যে নেই।

হরি। বাণী স্থির হও। কাঁদবার সময় নেই আমাদের। আমরা যে গরীব। স্থির হয়ে শেষ কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাণী। টাকা কড়ি কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু নেই কি ব্যবস্থা হবে?

হরি। সব হবে। বিশু ভাই ওঠ। লোক ডাকতে যাও—আমি খাট আর কাপড় কিনে আনি।

[বিশু আর হরিসাধন চলে গেল]

ছোট। মাসী

পুঁটি। কি বাবা।

ছোট। মা আর তো দুঃখ পাবে না? আর তো কাঁদবে না?

পুঁটি। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] না ওর সব দুঃখের শেষ হয়েছে বাবা।

[ছোটকা মার বুকের ওপোর পড়ে বলতে লাগল]

ছোট। মা, শুধু তোমার মুখ চেয়ে, শুধু তুমি দুঃখ পাবে বলে আমি কক্ষোনো তোমার কথা ঠেলিনি। আজ থেকে যা ইচ্ছে তাই করবো। মরবো

তবু দুঃখ সইব না। জেল ফাসী যা হয় হবে। তুমিত আর দেখবে না! তুমিত আর আমার জন্য কাঁদবে না!

[পুঁটি ঠাকরুণ ছোটকার পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। বাণী উঠে জানালার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দূরে চেয়ে রইল

পুঁটি। বাণী। এখন থেকে সব ভার যে তোর মা। আয় এখানে আয়।

[বাণী এসে পুঁটিমাসির কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো]

—পর্দা

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

। বস্তীর সামনের পথ। দেয়ালের গায়ে ছোট অল্প পরিসর রকে বসে—একটু বিচিত্র ছেড়া পোষাক পরা এক দল ছেলে যে যার মত উঁচু গলায় পড়ে যাচ্ছে। সাধন পাশে ব'সে তাদের পড়াচ্ছে। একটি ছেলে সাধনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছে

হরি। দুলাল! বানান কর—কুজ্ঝটিকা।

দুলা। কয়ে ~~হ্রস্ব উ~~। দীর্ঘ-উ

হরি। প্রথমেই ভুল।

আশু। আমি বলব মাষ্টার মশাই। কয়ে ~~দীর্ঘ উ~~—হ্রস্ব-উ

হরি। দাঁড়া তোর পড়াও ধরছি। পড়া হয়েছে?

আশু। অনেকক্ষন, ঐ আকাইল্যা আমার বই নিয়ে পড়ছে যে নইলে কখন পড়া দিতুম। তোর পড়া হয়নিরে?

আকাই। এই হলো। ভাড়া দোষ দূর কর। আঢ্য লোক সুখে থাকে

[হরি সাধন দুলালের পিঠে হাত বুলিয়ে]

হরি। পড়া করিসনি ক্যান ?

দুলা। কাল ঘরে আলো ছিলো না। সক্কালে ল্যাবঞ্চুস বেচে ঘরে আসতে অনেক দেরী হ'ল।

[বামাচরণ ভিতর থেকে এসে সব দেখে]

বামা। আরে এ যে দস্তুর মত পাঠশালা বসিয়েছো হে !

হরি। যেদিন সময় পাই এদের নিয়ে একটু বসি।

বামা। খুব ভালো কাজ কর। সারাদিন হুটোপটি আর হৈ হল্লা। অন্তত এটা ত বন্ধ করেছ ?

আশু। ইস্ ! আমরা বুঝি তাই করি ?

দুলা। আমি ল্যাবঞ্চুষ বেচি। আকাইল্যা তার মার সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে পোড়া কয়লা কুড়ায়—বিশুদা তরকারীর দোকানে বসে -

বামা। কি আমার রোজগেরে মদ্দ সব ! থাম্। জান হরিসাধন যে রকম আবহাওয়ায় আমাদের বাস—এখানে মানুষ গড়া বড় কঠিন। যদি এদের ভেতর দুটো চারটেকেও মানুষ করে খাড়া করতে পার, তবে বলব তুমি বাহাদুর।

হরি। চেষ্টা ত কচ্ছি।

বামা। ভালো ঘরের ছেলে তুমি—ছেলে বেলায় পড়াশুনা ওঠা বসা সব ভালো লোকের সঙ্গে করেছ, ভালো মন্দের জ্ঞান হয়েছে। তাই এদের ভালো কত্তে চাইছো। এরা যে জন্মে ইস্তক ছ্যাঁচড়াম, নোংরাম ইতরামো দেখে বড় হয়—শেষ পর্যন্ত ঐটেই স্বভাবে দাড়িয়ে যায়।

হরি। সেত বটেই। তবে কি জানেন, এরা দুঃখের ঘা খেয়ে খেয়ে এমন মজবুৎ আর শক্ত যে উৎসাহ আর সুযোগ পেলে এরা অসাধ্য সাধন করবে।

[পচা আর তার মা তারিনী বাহিরের দিক থেকে এল ।

পচা। মা এই যে দাদা।

আকাইল্যা সভয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল

তারি। আকাইল্যা। পোরা কপাইল্যা তুই এখানে বইয়া আছস।

হরি। ও পড়ছে তারিণী দিদি।

তারি। পরে না আমার ছোরাদ্ধ করে। তারে চাউল দিয়া পাঠাইলাম সারা দিনরাত খাওন নাই। হেই হকালে ফ্যাক্টারিতে ঘুইরা ঘুইরা তুই ডালী পোড়া করলা কুরাইয়া বিক্রী কইরা অরে চাউল কিনা দিয়া ঘরে পাঠাইলাম। আর পোরা কপাইল্যা- এই খেলা লইয়া মাতছে।

হরি। খেলা!

তারি। এত' পড়া পড়া খেলা। পইড়া পণ্ডিত হইব! জজ ব্যারিষ্টার হইব! কুলি মজুর হইয়া প্যাট চালান লাগব। লাউয়ের বীচে কুমড় হয় না! তবে আইজ মাইরা শ্যাষ করুম। [তাড়া করল

বামা। থাক্ থাক্। [বলে বাধা দিলো]

তারি। আপনেরা আমার দুঃখ বোঝবেননা ত। এই দুইটারে বাঁচাইতে আমি যা করি।

হরি। সে ত আমরা রোজ দেখছি দিদি। মা হয়েছ ছেলে বাঁচাতে ত' হবেই। ছেলেরা মানুষ হয়ে বাঁচুক এ ইচ্ছে ত' নিশ্চয়ই আছে।

তারি। ইচ্ছা ত' কতই আছে। একটাও ত' হয় নাই। ঘর নাই, বাড়ী নাই, বিপদে আহা বইলা দারানের কেউ নাই। মায়ে মরার আগে, এক বুইরার লগে বিয়া দিয়া গেল। আর হেই বুইড়া এই দুই আভাইগ্যা পোরা কপাইল্যার বোঝা আমারে দিয়া সইরা গেল।

বামা। পালাল?

তারি। মরল। মরল! হেই মরণ ত' হইল —পাঁচ বছরের লাইগ্যা আমার কপাল পোরাইয়া-এই দুই জঞ্জাল—বিধির বারণ।

হরি। ছিঃ ছিঃ দিদি। তোমার সোনার চাঁদ ছেলে। অপরের বই নিয়ে পড়ে প্রথম ভাগ শেষ করে—দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে। এইত তিন মাস হয় বসছে আমার কাছে। ওর নিজের পড়ার কত ইচ্ছে।

তারি। কি কইলেন? পরের বই লইয়া পরছে। হারামজাদায় মায়েরে বইয়ের লাইগা কয় নাই ক্যান?

বামা। তোমার দুঃখ কষ্ট দেখছে—কি ভরসায় বলবে বল?

তারি। ক্যান্? আমি খাওয়াইতে পারি—পরণে দিতে পারি' আর বই দিতে পারি না? পোরা কপাইল্যা। বিধির বারণ।

বামা। সেজন্য কিছু ভেব না। আমি আজই ওকে দ্বিতীয় ভাগ কিনে দেব। ও বৌ-বৌ—শেট পেন্সিল সব কিনে দেব।

(হরের দিকে এগুল)

তারি। আপনি দিবেন ক্যান?

বামা। আমার পাড়ার ছেলে পড়বার সাধ—বইয়ের অভাবে পড়া হবে না!

[পটি ঠাকরুন এল]

একটা টাকা দাও ভই ছেলেটিকে বই শেলেট কিনে দেব।

তারি। না আপনার দ্যাওন লাগব না। দাদা এ আষ্ট আনা দিলাম আর বাকী কাইল দিমু। তুমি দাদা আমার এটারেও মানুষ কইরো আমি যত দুঃখ পাইলাম—অগ কপালে য্যান্ তত সুখ হয়। স্যাবা দে পোরা কপাইলা, গুরু—তগ গুরু হয়—

[আকাইল্যা ও পচা প্রণাম করল। হরিসাধন তাদের জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল]

মা। হাঁ, তুমি বাহাদুর বটে—এই ছেলেরা, চল আমার সঙ্গে, সব্বাইকে ফুলুরি খাইয়ে দেব, চল্ চল্।

[ছেলের দল নিয়ে বামাচরণ চলে গেল। পুঁটি ও তারিণী চালের ঠোঙ্গা নিয়ে ভিতরে গেল। পুঁটি যেতে যেতে বল্‌ল।]

টি। এই সাধনের মত দুটো চারটে মানুষ কি করবে বোন—আমাদের মাথায় যে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। ছেলে পুলে নেই—দুটো মানুষের সংসার তাই চলে না। পেটে খেতে পিঠে নেই—

[ন্যাপলা সেই দিক থেকে এল]

প। ছেলের পাল নিয়ে বামাচরণ মেসো হৈ হৈ কত্তে কত্তে কোথা গেল।

রি। পাড়ার ছেলেরা পড়াশুনা করছে দেখে খুশী হয়ে ওদের ফুলুড়ী কিনে খাওয়াবে।

প। ও, পেরাইজ দিচ্ছে? কিন্তু ফুলুড়ী ক্যান? আজ সকালে এক ঠোঙ্গা মুড়ী আর চার পসার ফুলুড়ী খেয়েছিনু ঐ দোকান থেকে, আর যা পেট কামড়াচ্ছে—এক খোরাক ওসুধ দাও দাদা।

রি। ওসব খেতে গেলি কেন?

প। পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। এদিকে আমি আবার রাঁধতে পারিনা,—দিনরাত ভ্যানর ভ্যানর, দিয়েছি ঠুকে—

রি। যত দাপট বুঝি ঐ পরিবারের ওপোর। চল হতভাগা—

[হরিসাধন ও নেপলা ভিতরে চলিয়া গেল। ছেলের দল নিয়ে বামাচরণ ফিরে এল]

মা। ঐ যাঃ, তোদের গুরুমশাই পালিয়েছে—

বিশু। আমাদের আজকের পাড়াতো হয়ে গেছে।

বামা। তবে আর কি—যা আমিই তোদের ছুটি দিয়ে দিলুম।

[ছেলেরা বই শেলেট নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেল। বামাচরণ বাইরের দিকে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ন্যাপলা এসে ডাকল]

ন্যাপ। মেসো!

বামা। কিরে ন্যাপলা?

ন্যাপ। ছেলেদের পেরাইজ দিলে না কি?

বামা। হ্যাঁ! মনটা বড় খুসী হয়ে গেল। হরিসাধন যখন ব এরা সব দুঃখের ঘা খেয়ে খেয়ে এমন শক্ত আর মজবুত, ওরা উৎস পেলে অসাধ্য সাধন করবে। মনে হোল সত্যিইতো! কেউ আমরা বলি না, যে তোরা মানুষ;—দিন রাত গালমন্দ মার ধে অকথা কুকথা—

ন্যাপ। লাথি ঝাঁটা খেয়ে আমাদের সবার মনটা শালা ছোট হয়ে গেছে—

বামা। এই হচ্ছে আসল কথা। আমাদের যা হবার তা-ত' হয়েছে, এ যাদের পয়দা করে দুনিয়া ছেড়ে যাব তাদের ভাল হোক, এ সাধ হয়!

ন্যাপ। হ্যাঁ মেসো, তা কি হবে?

বামা। জানি না বাবা, তবে যে হবে বলে ভরসা দেয় তাকে ভাল লাগে— হরিসাধনকে সবাই এজন্যে ভালও বাসে।

ন্যাপ। দয়ামায়া খুব। হবে, ওরও ভাল হবে। কোথায় যাচ্ছিলে?

বামা। বিড়ী কিনব বলে বেড়িয়ে ছেলের দল নিয়ে মেতে গেলুম।

ন্যাপ। এবার বাড়ী ফিরে চল।

[ওরা বাইরের দিকে চলে গেল। বাণীর পিছনে এল হরিসাধন।]

র। বাণী!

ী। [প্রসন্ন মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে] কি?

র। [তার কাছে এগিয়ে এসে] রাগ করলে?

ী। আমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে নাকি?

র। তুমি অমন করে হঠাৎ উঠে এলে কেন?

ী। দেখছেন হাতে এই ঠোঙার বাণ্ডিল। এগুলো দোকানে দিয়ে চাল ডাল আনলে তবে তো হাঁড়ী চড়বে।

। ও সব তো আমাদের বারমেসে ব্যাপার, তুমি উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যেতে এসব কথা শোনাচ্ছ।

ী। কি উত্তর দেব? পথে দাঁড়িয়ে কি ওসব কথা কেউ কয় না শোনে?

। [বিষণ্ণ মুখে] আচ্ছা তবে যাও। বল ফিরে এসে উত্তর দেবে।

ী। সংসারের যে মুর্তি দেখলাম, তার পরও কি সংসার করার স্ফূর্তি চলে?

। তা বলে কি জগৎশুদ্ধ লোক বিয়ে করা ছেড়ে দেবে?

ী। সবাই বিয়ে কেন বন্ধ করবে? তবে আমাদের জন্যে ওসব বেমানান, তাই বারণ।

। কেন?

ী। কটা ভিক্ষুক—কটা কুঁড়ে বেকার বদমায়েস সৃষ্টি করার জন্যে কার বিয়ে করার সাধ হয় বলুন?

। আমি জানি বাণী আজকের জগতে দু'টো জাত আছে। একদলের জন্য সব রকম সুখের ব্যবস্থা আছে।

ী। আর আমাদের জন্যে উপবাস—অপমান—নির্যাতন, আরও কত দুঃখের ক্ষত কি আছে। আমাদের কি মানুষের মতো ঘর বাঁধার সাধ সাজে?

হরি। তবু তারা ঘর বাঁধে, সেই ঘরে হাসিকান্না মিশিয়ে ঘর-কন্না করে তার তাদের জীবনের খেলা খেলে সার্থক হয়। তুমি ভয় পেওনা বা আমি তোমার মত পেলেই তোমার বাবাকে বলব।

বাণী। আমার মত হলেও বাবার মত হবে না।

হরি। কেন, আমি তোমাদের স্বজাতি নই বলে? এসম্বন্ধে আমার অনে কথা বলবার আছে।

বাণী। কথা আমারই কম আছে? কিন্তু ফুরসৎ কই? আমি যাই।

[অপূর্ব মিষ্টি হাসি হেসে বাণী চলে গেল। হরিসাধন তার গতিপথে দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে—বাণী যে পথ ধরে গেছে, সেই প ধরেই এগিয়ে চল্ল। বিপরীত দিক থেকে এল ইন্দ্রনাথ, তার বেশভূষা আগে চেয়েও মলিন, এবং চেহারা আরও জরাজীর্ণ এবং রুক্ষ। একটা সিনেম চারচৌকো পাবলিসিটি ফ্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেটাকে বয়ে নিয়ে সে। সেই বাক্সটির চারপাশে চারটি ছবি। একধার নাচ—একধার নায়ি অদ্ভূত ভংগী করে কেৎরে শুয়ে আছে, আর একটা নায়ক ও নায়িকা জড়াজ করে দাঁড়িয়ে, আর একটায় নায়ক সেই নায়িকাব গলা টিপে খুন করে মোটটি এক পাশে নামিয়ে রেখে ইন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতরের দিকে চলে গে অন্যদিক থেকে একটা বিকট শব্দ করতে করতে অদ্ভূত বেশে ঘুঙুর পায়ে এক কুড়মুড় ভাজা বিক্রেতা অনাথ ঢুকল। তার দৃষ্টি পাবলিসিটি বাক্সের ওপ পড়তেই সে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ছবিগুলো দেখতে লাগলো, এমন স হরিসাধন ফিরে এসে তার ছবি দেখার ঢং দেখে হেসে বলল]

হরি। অমন মশগুল হয়ে কি দেখছ অনাথ?

অনাথ। লোক পটাবার কায়দাটা দেখছি দাদা।

হরি। [হেসে] তার মানে?

নাথ। এই দেখুন না দাদা, পায়েরগুল থেকে পাছা—কাঁকাল বুক আবার হাত রাখারই বা কি কায়দা—আর কি ভঙ্গিমে! তারপর এই দেখুন জোড়া বেঁধে কেমন জড়াজড়ি কচ্ছে। আবার এই দেখুন নাচ। ওড়না ওড়ে ঘাগড়া ঘোরে ঝম্ ঝমাঝম্ ফর্‌র্ ফর্‌র্—আর এই দেখুন গলাটিপে খুন। লাও দুশ মজা—লোক জুটবেনা দেখতে?

রি। লোক জোটানোর জন্য সাজ ত' তুমিও করেছ ভাই।

নাথ। শুধু সাজ কি বলছেন দাদা। সংগে নাচ গান আমারও আছে। কিন্তু খদ্দেরকে আমি স্বোয়াদও কিছু দিই। আর পেটে দেবার মালও কিছু দিই, ওরা কি দেয়? রকম রকম গরমাই দেয়, কিন্তু আসলে ছায়া। সাধ মেটাবার আশা নেই।

রি। মনের খোরাক ত হয়!

নাথ। স্রেফ বদহজম। পরশু জানেন দাদা, আমাদের পাড়ায় খুব হুলুস্ স্থুলুস্ হয়ে গেছে। ন্যাপলা কারখানা থেকে টকি দেখে এসে শুয়েছে। ত্যাখন ওর পরিবার যেইনা দুচার বার শুধালে "কি দেখে এলে? কেমন দেখে এলে—বলো না গো" অমনি তাকে দমাদম বেদম মার।

রি। সে কি? কেন বল ত? ঝগড়ার কথা আমাকেও বলছিল বটে।

নাথ। বুঝলেন না দাদা? [শোয়া ছবিটা দেখিয়ে] এই রকম সব কায়দেষ্টিক মেয়ের ছবি দেখে এসে ন্যাপলা চক্ষু বুঁজে তাদের ধ্যান করছে, আর পাশে এসে ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ শাড়ী পরা একটা শাঁকচুন্নি, ঘ্যানর ঘ্যানর কচ্ছে। মেজাজ বিগড়ে গেল।

রি। বুঝেছি, খুব কাণ্ড ত!

নাথ। [জড়াজড়ি ছবি দেখিয়ে] দাদা, অপরের ঘরে চুপী দিয়ে এই রকম সব জড়াজড়ি ভ্যাখা যে কত মজা! সবাই ঐ মজা লিতে যায়।

রি। তুমি যাও না?

অনাথ। যাবনা কেন ? আমি কি সন্ন্যাসী ? ট্যাঁকে পয়সা থাকলেই যাই-
যে বাজার পড়ল দাদা—দিল বেজার হয়ে গেল।

হরি। অভাবে পড়ে সাধু হয়েছ !

অনাথ। সাধু কোন শালা। দাদা, মানুষের দেহ মনে লালসা ত থাকবে
কিন্তু লোক মিষ্টি খেতে চায় বলে একবস্তা চিনি জোর করে গল
গেঁদে দিলে কি চলে ? ফলটি কি হয় বলুন তো ?

হরি। [হেসে] কৃমিবিকার।

অনাথ। এই সুখ করতে গিয়ে সব কৃমিবিকার অসুখ নিয়ে আসে। এ
এখানে কে রাখলে ?

[কথার শেষের দিকে ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিল]

ইন্দ্র। আমি রেখেছি। আজ থেকে এই নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার এক
কাজ পেয়েছি।

অনাথ। বেশ বেশ! কাজের আবার ভালো মন্দ কি ? কোন রকমে
পেট চললেই হল দাদা। ঐ যে বলে না—

পেট চলাতেই ভাই সংসারে আইনু।
মাথা হেঁট তবু পেট চালাতে নারিনু॥

ইন্দ্র। বুড়ো হাবড়া হয়েছি ত'। কে আর কাজ দিচ্ছে। ভাই, বুড়ো হব
মত পাপ আর নাই।

হরি। ও কথা কিন্তু ঠিক নয়। দেখুন না, আজ সারা দুনিয়াটা চালাচ্ছে বু
বুড়ো লোকেরা।

ইন্দ্র। তাদের ত আর আমার মত পেটের চিন্তে কত্তে হয় না। কেমন ক
যেন তারা সব কিছুই পায়।

অনাথ। ভুঁড়ী ঠাণ্ডা থাকলে তবে ত' মুড়ী ঠাণ্ডা হয়! বিদ্যা বুদ্ধির সব কি
জোলুশ থাকে। পেটের আগুন সব জ্বালিয়ে দেয় দাদা। কি কর
কি করি—এক ভাবি এক হয়।

ইন্দ্র। সবই ভাগ্যের খেলা।

হরি। ভাগ্য বলে বসে থাকলে, এই যে কাজ পেয়েছেন, এও পেতেন না। দেখুন, একে বলে জীবন যুদ্ধ। যতদিন বাঁচবেন লড়তেই হবে।

ইন্দ্র। লড়ব কার সঙ্গে বল? যে বাঁচায় যারে—হারায়—জেতায়, তাকে যে দ্যাখাই যায় না। দ্যাখা পেলে সাধ মিটিয়ে শুনিয়ে দিতাম।

অনাথ। কি শোনাতে দাদা?

ইন্দ্র। বলতুম, সবাই তোমায় দয়াময় বলে ঠাকুর! আমার বেলায় ত দয়া দেখিনা। বুকে বিরাট পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলছে চল্ নইলে কিছুই পাবিনে। বুকে মারছে চাবুক শপাশপ। একটু রেহাই দাও দয়াল, তা নয় তাতে আবার নুনের ছিটে দিচ্ছে।

অনাথ। যা বলেছ।

ইন্দ্র। একটা বিড়ি হবে ভাই?

অনাথ। হবে বৈকি [বিড়ি বের কত্তে কত্তে] পয়সায় দশটা ছিল। এই বছরে পয়সায় দুটো করে হয়েছে। দিয়ে নিয়ে বিলিয়ে খাব সে পথটাও বন্ধ করে আনছে। [বিড়ি দিলো]

হরি। কে সে?

অনাথ। সে কি আর বোঝনা দাদা! তারা—যারা আজ নানা বেশে দুনিয়ার মালিক সেজেছে।

ইন্দ্র। আজকাল জান ভাই, অনেক রকম কথা মনে আসে। এই যে নিয়ম কানুন রীতি নীতি সব কিছুর ভিতর কোথায় যে গলদ আছে, বুঝিওনা বলিও না। চার পয়সার কুড়মুড় ভাজা ধার দেবে ভাই, কালই দিয়ে দেব।

অনাথ। মাপ কর রাজা। আজ নগদ কাল ধার। আমার গুরুর নিষেধ। বরং আর একটা বিড়ি নাও দাদা।

ইন্দ্র। আচ্ছা থাক্। দেশলাইটা দাও ধন্নাই।

[অনাথ দেশলাই দিল। ইন্দ্রনাথ ধরিয়ে ফেরৎ দিল। অনাথ ততক্ষণে তার পেশাদারী গান ধরে দিল]

অনাথ। অনাথের কুড়মুড় ভাজা
গরমা গরম হরদম তাজা।
খরিদ্দারের দিল খুস, আর
হার মেনে যায় খুর্মা খাজা॥
আছে ঝাল নুন আর মিঠে
তাতে গরম মশলার ছিটে
পেটে খেলে সইবে পিঠে
হবে দিল তরর্ আর মেজাজ রাজা॥
চরর্—চব্ব্ চাই কুড়ুমুড় ভাজা—

[অনাথ চলে গেল। ইন্দ্রনাথ বিড়ি টানতে টানতে উবু হয়ে রকে বসল। হরিসাধন ধীরে ধীরে পাশে গিয়ে দাঁড়াল]

ইন্দ্র। বাণী কোথায় গেছে কিছু জান?

হরি। ঠোঙ্গা বেচতে গেছে। চক্রবর্তী মশাই, কাজটা যখন পেয়েছেন তখন এটা আর ছাড়বেন না।

ইন্দ্র। বড় অস্বস্তি হয় যে। পথের লোক চেয়ে চেয়ে ছাখে। আর মনে হয় আমাকেই দেখছে বুঝি। ছবি দেখে কেউ হাসলে, মনে হয় আমাকে দেখেই হাসছে। দুপাত্তর টেনে নিলে হয় ত ঠিক চালিয়ে যেতে পারি।

হরি। ছিঃ।

ইন্দ্র। একবার ছিঃ ? একশবার ছিঃ। কিন্তু জীবনটা যখন একটা বিষম বোঝা বলে মনে হয়, তখন দু পাত্তর টানলেই কেমন যেন নজর বদলে যায়। দুঃখ কষ্ট, থোড়াই কেয়ার। লাজ মান ভয় থোড়াই কেয়ার। মনটা চাঙ্গা হয়ে, মেজাজ বেশ মৌজ আর স্ফূর্তিতে ভরপুর হয়ে যায়।

হরি। যার কাছ থেকে ঐ মৌজ আর স্ফূর্তি ধার নেবেন—তাঁকে শুধতে ত হবে।

ইন্দ্র। খালি আসল নয়, সুদ শুদ্ধ। এখনও ত শুধছি—ট্যাঁকে নেই কড়ি, তবু হারানো ইয়ার বন্ধুর আশায় মদের দোকানের আশে পাশে ঘুরি। সে সব বুঝিনা তা ভেবনা। কিন্তু আমি নাচার। জীবনে যা কিছু করতে গেছি সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে আর তার জন্য কত যে লাঞ্ছনা-কত যে যন্ত্রনা-কি আর বলব। কিন্তু মদ কখনও বেইমানি করে নি। ভাঙ্গা বুকে আশা জাগিয়ে-চাঙ্গা করেছে। ঘোর অন্ধকারে রঙীন আলো জ্বেলে রোসনাই করেছে। আমায় একটা টাকা ধার দেবে ? ওরা আবার রাত ৯টায় মজুরী দেবে বল্লে! আটটায় মদের দোকান বন্ধ। দাওনা একটা টাকা।

১ম। হাতে নেহ ট্যাকা। তার ওপর ছেলেটার অসুখ। কি করি, কোথায় ধার পাই। এ প্রাণে ধিক্কার হয়ে গেল। আগুনটা দাও তো দাদা। [ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে একটা বিড়ী ধরাল]

২য়। ধিক্কার বলে ধিক্কার। আমরা শালা মানুষ নই। খাইতে চাও তো কাজ নেই। খাট তো পয়সা নেই। এই যে কাজ কাজ করে মুখ রগড়ে মরছি, কে তার খোঁজ করছে। বলে মিটিং কর।

[সঙ্গীর বিড়ী ধরান হলে সেও বিড়ী ধরাতে গেল]

১ম। কাউকে দিয়ে আমাদের কোন উপকার হবেনে। কস্মিনকালেও না। আমরা যে গরীব। স্বয়ং ভগবান ব্যাজার। রুজি রোজগার হবে কেন? দশটা বছর যদি বাচ, তখন এসে কান মলে দিও আমার। যদি দেখ গরীবের কোন উপকার হয়েছে। ই শালা এক যমের অরুচি জাত। যদি রাজত্ব পায় হাতে, তখন ই শালারাও বড়লোক হয়ে যায়। খালি বলবে পেসো। হুইস্কি রেণ্ডি আর ব্রেণ্ডি। বাগিয়ে ভুঁড়ি হাঁকিয়ে জড়ী লুটবে মজা হরদম।

হরি। এটা কি কথা হোল ভাই।

২য়। কথা কি ক'রে হবে? আমরা মানুষ লই মশাই, জংলী জানোয়ার। [ওরা গজ গজ করতে করতে চলে গেল।]

হরি। হতাশ হবেন না। সবাই ভাবে কষ্ট তার একারই। শুনলেন তো ওদের কথা? সারা দুনিয়ায় মানুষ আজ দরিদ্র। আর আধিব্যাধির সংগে লড়তে নাজেহাল হয়ে গেছে। তবুও সবাই লড়ছে, কালকের দুনিয়ার জন্যে ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে।

[ইন্দ্রনাথ বিড়ীর বোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিরক্তভাবে বলল —]

ইন্দ্র। ওসব কথা আর শুনতে ইচ্ছে করে না। বলে—যার ব্যথা সেই জানে, জানে কি পরে? [ছবিটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এসব কারা

খরচ করে দেখে জান? যারা তোমার আমার মতো ভুলতে চায় তারা। আমি মদ খেয়ে রং বেরং এর খোয়াব দেখি অবশ অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এসব যারা দেখে তারাও তাই।

হরি। ভুলতে তো চায়। কিন্তু ভুলতে কি পারে? সত্যকে এড়াবার চেষ্টা না করে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—

ইন্দ্র। মানুষ যে পারে না—সত্যকে সইতে পারে না। জ্বালায় জ্বলে জ্বলে পাঁজরা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাই ভাঙ্গা ঘরে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে রাজ পাটের স্বপ্ন দেখতে চায়।

[চালডালের দু'টো ঠোঙা নিয়ে বাণী এল]

এই তো বাণী, একটা টাকা দেনা দিদি।

বাণী। ঠোঙা বেচে এই চাল ডাল আনলুম। এই চারটি পয়সা বেঁচেছে।

ইন্দ্র। রাত নটায় দেড় টাকা মজুরী পাব। একটা কাজ জুটেছে। একটা টাকা দেবে?

বাণী। সত্যি টাকা নেই-বাবা।

ইন্দ্র। [রেগে গেল] না যাঃ। বেইমানের ঝাড়। দূর হ চোখের সামনে থেকে। দূর হ। ধেড়ে ধেড়ে ছেলে মেয়ে—ওরা রোজগার করলে আজ আমার দুঃখ কি? বাপের দুঃখ বুঝবে কি? সব মার কাছ থেকে তালিম নিয়েছে। খালি আদায় করবার ফন্দি জানে।

বাণী। বাবা!

হরি। বেচারা ঠোঙা বেচে তিনটে পেট চালাচ্ছে।

ইন্দ্র। কেন চালাচ্ছে? হারামজাদা ছোটকাকে দূর করে দে। আমি যেমন বিশুকে দিয়েছি।

বাণী। ছোটকা আজ দুদিন হয় বাড়ী আসে না। কোথায় যেন চলে গেছে।

ইন্দ্র। চলে গেছে। কোন চুলোয় গেছে? মরুক বেইমানের ঝাড়—মরুক সে

[নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছোটকাকে নিয়ে বিশু এল]

বাণী। এ কি রে? কি করে জখম হোল?

ইন্দ্র। Accident হয়েছে — দেখছিস না? এই করে মরবে আর সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। মর মর হারামজাদা। মোটর চাপা, না ট্রাম বাস থেকে পড়েছিস?

বিশু। Accident নয়। সবাই মিলে ওকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে—

ইন্দ্র। কেন? কে ঠেঙিয়েছে? এ রাজত্বে আইন কানুন নেই নাকি, চলত। দেখি চলত। কিরে বিশু? চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ছোট ভাইকে মারল, আর তুই দাঁড়িয়ে দেখলি? [হরিসাধনকে] ছাখ, কি সব অসভ্য জানোয়ার জন্ম দিয়েছি ছাখ, চলনা আমি যাচ্ছি, দেখি তারা কোন লাট সাহেবের নাতি।

[ছোটকার হাত ধরে টানতে লাগল]

বিশু। গিয়ে কি হবে? ওকে যে পুলিশে না দিয়ে মার দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে এ ওর বাপের ভাগ্যি।

ইন্দ্র। কি করেছে ও বল না।

বিশু। পকেট কাটতে গিয়ে বাজারে ধরা পড়েছে।

ইন্দ্র। [কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল] শুনছিস বাণী, ছোটকা পকেটমার। মর মর মর হারামজাদা। [কিল ঘুষি অনবরত চালাতে লাগল। বিশু তাকে সরিয়ে নিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল]

বিশু। মেরে কি হবে? বেজায় মার খেয়েছে। দেখছ না জখম।

ইন্দ্র। আমি মেরেই ফেলব ওকে। বাপটা কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে—বোন ঠোঙা বেচে পেট চালায়, তাদের কথা তোর মনেই হোল না। আজ মেরেই ফেলব।

[ইন্দ্রনাথের তাড়ায় ছোটকা ছবির ফ্রেমের ওপর পড়ে গেল। ছবিগুলো ছিঁড়ে ফ্রেম থেবড়ে গেল। বিশু ইন্দ্রনাথকে বাধা দিল]

বিশু। এখন মেরে কি হবে? নিত্য অভাব, আধপেটা খাওয়া। যে একটা কাজ জুটেছিল—তাও গালাগালি মারামারি করে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে—

ইন্দ্র। চোপরাও নিমকহারাম। তোরা ভাল হলে, বাপ আমি, আমিই দুঃখিত হতাম। বাপমাকে খুসী করতে কোন কাজটা করেছিস বল? এই একটা ভদ্রলোক দাড়িয়ে, তাকে বল।

[চীৎকারে পুঁটী মাসী ও আরও ডুচারজন এল]

দেখছেন কি? ছোটকা পকেটমার! থালা ঘটি বাটি সামাল বেরো হারামজাদা—আমি চোরের বাপ—পকেটমারের বাপ।

[নিজের গালে চড় মারতে লাগল। হরিসাধন থামালো]

হরি। ছেলে মানুষ করতে গেলে শিক্ষা আদর্শ পরিবেশ কত কিছু চাই। আজ বিকট দারিদ্রের জন্যে সে সব কিছু পায় না এরা। তাই মানুষ হয়েও এরা অমানুষ হয়েছে। চারিধারেই তাই। নিজের কথাই ভাবুন না!

ইন্দ্র। আমি অমানুষ। তবু চুরি জোচ্চুরির ধারে যাই নি। নিজের মাথা খেয়ে সর্বনাশ করেছি। পরের অনিষ্ঠ কখনও করি নি।

[কান ধরে বলল]

বিশু। নিজের ছেলে, মেয়ে, পরিবার—তাদের সর্বনাশ করোনি?

ইন্দ্র। তার প্রায়শ্চিত্তির নিত্য করছি। দিন রাত মন হুহু করে কার জন্যে? আমার জন্যে? নেভার। যে সব জানোয়ার জন্ম দিয়েছি তাদের জন্যে! তোদের মুখ দেখলে পাপ। তোরা মূর্তিমান নরক।

[ভাঙা পাবলিসিটির বাক্স তুলে নিয়ে]

কি অপয়া তোরা দেখ। আজ থেকে একটা নতুন কাজ জুটেছিল। তোদের নিঃশ্বাসে তা উড়ে গেল, তোরা মহাপাপ। তোরা অভিশাপ।

[ভাঙা কাঠামোটা তুলে ইন্দ্রনাথ চলে গেল]

পুঁটী। চল ছোটকা, ঘরে চল।

ছোট। আমি আর এখানে থাকব না মাসী। ওকে দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে। মাকে মেরেছে, ও আমাকেও মারবে।

বিশু। না, তুই আমার সংগে চল। চুরির ছ্যাচড়ামোতে কিছু হবে না। যে দেশে অভাবের চাপে মার বুকের দুধ শুকোয়, ক্ষিদেয় কাঁদলে মা ছেলে ছুঁড়ে দেয়,–বাপ ছেলেকে কাছে ডাকে না, খালি অভিশাপ দেয়, সে দেশে বাচতে হলে অন্য পথ ধরতে হবে। আমরা চললুম বাণী। দেখছিস কি? দুনিয়ায় আজ ভয়ানক ঝড় উঠছে। কারো ঘর থাকবে না। তুই ঘর বাঁধবি ভেবেছিস? ঝড়ে উড়ে যাবে।

[ছোটকাকে নিয়ে বিশু চলে গেল। পুঁটি বাণীকে ধরে বলল]

পুঁটি। চল বাণী, ঘরে চল।

বাণী। [কেঁদে] মাসী, ঘর কেউ রাখতে পারছে না। সত্যিই ঘর আর থাকবে না।

হরি। ঘর রাখতেই হবে যে বাণী। বার বার মানুষের ঘর ভেঙেছে। মানুষ বার বার নতুন করে গড়েছে। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মড়ক কিছুতেই মানুষকে হারাতে পারে নি। ভয় পেয়ো না বাণী। দুর্দিন মহাদুর্দিন। ক্ষতির হিসেব রেখো না। তবু মানুষকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতেই হবে। বর্তমান যেমনই হোক ভবিষ্যত ভালো করে গড়তেই হবে।

পুঁটি। সত্যি যা বলেছ। ক্রমে ক্রমে চারিধারে সব নরক হয়ে উঠছে।

হরি। এই নরককেই স্বর্গ করতে হবে। মিছেই কি এত মা চোখের জল ঢাললো—এত মেয়ে কলজে ছিঁড়ে দিল, এত চাষী-মজুর বুকের হাড় দিল—আমরা রক্তমাংস অস্থি এত সব দিলাম, এত দেওয়া বৃথা হবে না। হতে পারে না। যাও বাণী, ঘরে যাও।

[বাণী ও পুঁটিঠাকরুণ বাড়ীর ভেতর চলে গেল। হরিসাধন তাদের দিকে চেয়ে রইল।]

—পর্দা—

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, একটা ফ্যাক্টরীর পিছনের দিকের দেয়াল ঘেঁসে পায়ে চলার পথ। পথটি ফ্যাক্টরীর অপর পাশের একটা মজুর-বস্তীর দিকে গেছে এবং বেরিয়ে এসেছে একটা ফিডার রোড থেকে। রাত হয়েছে। ক্লান্ত মজুররা যে যার ঘরে গেছে, কিম্বা আড্ডায় জমেছে, তাই পথটিতে আর লোক চলাচল নেই। একটি মেয়ে ফিডার রোডের দিক থেকে, বেশ একটু ব্যস্তভাবে এসে অপর দিকে বস্তীর দিকে যাচ্ছিল। একটি ৯।১০ বৎসরের রোগা ছেলে তার পাছে পাছে দৌড়ে আসছিল আর তাকে ডাকছিল। মেয়েটি দাঁড়াল, ছেলেটি ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়ে। ঘরে যা মণি। ছোট ভাইটা তোর একা আছে যে। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব। নানার কাছ থেকে টাকা আনতে যাচ্ছি। টাকা এনে, তোর আর তোর ভাইজানের জন্যে কাল কমলা লেবু কিনে আনব।

ছেলে। বিস্কুট ?

মেয়ে। তাও কিনে দেব! ঘরে যা। ভাইজানকে জাগাস না। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, আবার কাঁদবে। যা বাপজান্!

[ছেলেটা যেতে যেতে ঘুরে বল্ল]

ছেলে। আম্মা,—লেঞ্জুস্ দিবি নি ?

মেয়ে। তাও দেব।

ছেলে। একটা না, দুটো ক'রে দিতে হবে।

মেয়ে। আচ্ছারে আচ্ছা। তুই যা।

[ছেলেটি যেদিক থেকে এসেছিল, সেই দিকে গেল। তার মা কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিপরীত দিকে চলে গেল। একটু পরে লুঙ্গীপরা সার্টের উপর কোটগায়ে, মাথায় মুসলমানীটুপী দেওয়া একটি লোকের সঙ্গে ছোট্কা এল। ছোট্কা বেশ ফিটফাট! পরণে প্যাণ্ট বুস সার্ট—পায়ে কাবুলী চপ্পল।]

লোক। কি হে ছোকরা। মতলব কি! কোথায় নিয়ে চলেছ।

ছোট। ঐ ত—ঐ বস্তীটায় সেই বুড়োটা থাকে। আর ঐ যে মেয়েটী গেল সে হ'চ্ছে তার নাতনী।

লোক। তুমি একটি গবেট! যা ছেঁড়া ময়লা সাড়ী পরণে দেখলুম—ওদের কি টাকাকড়ি কিচ্ছু আছে ?

ছোট। আমায় অত কাঁচা ছেলে মনে করবেন না রেজা সাহেব। যে বুড়োর কাছে ও টাকা আনতে যাচ্ছে, তার পাশের কামড়ায় আমার এক ফ্রেণ্ড থাকে। রোজ এক সঙ্গে সিনেমা দেখি। আমি নিজের কানে ঐ বুড়ো আর তার নাতনীর কথাবার্তা সব শুনেছি।

রেজা। কি নাম হে, তোমার ফ্রেণ্ডর?

ছোট। মাফ্ করবেন স্যার্। নাম বলা আমাদের এ লাইনে বারণ। ঐ বুড়োটা সেভিং-এ টাকা রাখে! আজ তুলেছে তার ঐ নাতনীর জন্য।

রেজা। আরে, সে আর কটা টাকা।

ছোট। আপনারা সব বড় বড় কাজ করেন কিনা -আমার কাছে ওই ঢের। রোজ কুলোয় একটি টাকা হাত খরচা, বিড়ী পান জলখাবার সিনেমা এত খরচ কুলোবে কি করে?

রেজা। কে দেয় হাত খরচা?

ছোট। বড়বাবু।

রেজা। নাম কি? ও তোমাদের ত আবার নাম বলতে নেই।

ছোট। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, মাথার খপড়ী উড়িয়ে দেবে। বেজায় কড়া লোক। তবে আপনার দলে যদি ভর্তি করে নেন, তবে ও দল থেকে কেটে পড়ি। এখন কাজকর্ম বন্ধ। ব'সে ব'সে ভেপসে গেলুম। চলুন আর একটু এগিয়ে দাঁড়াই।

রেজা। এক কদমও এগুচ্ছি না।

ছোট। অবিশ্বাস ক'চ্ছেন? বেইমানী আমার কাছে পাবেন না স্যার। চলুন।

রেজা। না।

ছোট। তবে পিস্তলটা দিন না। আমি এগিয়ে দেখি।

রেজা। মাইরি! বড্ড চালাক দেখছি! পিস্তলটি নিয়ে কেটে পড়, আর আমি খুঁজে মরি।

ছোট। [বিমর্ষ ভাব] আচ্ছা,— এখানেই দাঁড়াই। আপনিই ধরবেন, মেয়েটা এই পথেই ফিরবে।

রেজা। এই নিরিবিলি রাস্তায় টাকা নিয়ে আসবে ?

ছোট। হ্যাঁ আসবে। ফ্যাক্টারীর সামনে দিয়ে ঘুরে যেতে গেলে অনেক দেরী হবে। শুনলেন না,—ছেলে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেল।

রেজা। মারব এক ঠুসনা। সত্যি সত্যি টাকার জন্য গেলে দিনের বেলায় যেত। অন্য কোনও মতলব আছে।

ছোট। আমি সব খবর নিয়ে প্ল্যান করেছি রেজা সাহেব। ওর বড় ছেলে যেটা পিছু পিছু এসেছিল সেটা টের পেলেও যে বিপদ। টাকা পাওয়ার খবর বাড়ীওয়ালার কানে গেলে সেই ত সব মেরে দেবে। প্রায় এক বছরের বাড়ীভাড়া বাকি পড়েছে। মরদটা হাসপাতালে ধুঁকছে। তাই ত' কান্নাকাটি করে, হাতে পায়ে ধ'রে বাড়ীওয়ালাকেও পটিয়েছে, আর বুড়ো নানাকেও রাগিয়েছে।

রেজা। বুড়ো নিজে এসেও ত টাকা দিতে পারত।

ছোট। দিনভর বিড়ী বাঁধে, সন্ধ্যার পর আবার মুস্কিল আসানের চেরাগ নিয়ে ঘোরে। দমে কুলোলে হয়ত বা নিজেই টাকা দিতে আসত। কিন্তু বাড়ীওয়ালার ভয় আছে যে! আসা-যাওয়া ক'লে বুড়োকেই তাগাদা ক'রবে। আপন নানা ও নয়তো! চিনে মেনে নানা। আমি সে সব ভেবেই প্ল্যান করেছি স্যার।

রেজা। যদি ভয়ে ফ্যাক্টারীর সামনে দিয়ে যায় ?

ছোট। তবে ত ফস্কেই যাবে। যদি এ পথে আসে তবে কেল্লা ফতে হবেই।

রেজা। তবে যাও, এগিয়ে ফতে করগে।

ছোট। আপনি আবার কেটে পড়বেননা ত ?

রেজা। পড়লুমই বা!

ছোট। পিস্তল না দেখালে ভয় পাবে কেন? এই ত' চেহারা আমার। আপনার মত জাঁদরেল মূর্তি হ'লে হয়ত বা এমনই হ'ত। তাই জন্যেই ত পিস্তল চাইছি!

রেজা। আচ্ছা—সে হবে এখন। এগিয়ে দেখ কোন পথে যায়।

ছোট। সে দেখছি। থাকবেন কিন্তু স্যার।

[ছোট্‌কা অপর দিকে গেল। রেজা এগিয়ে দেখে ফিরে এসে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্রেট ধরাল। এমন সময় নেপথ্য থেকে একটা সিপাহী হাকল—"কওন হ্যায় রে?"]

রেজা। শিউ কিষণ—। ইধার আও।

[সিপাহী কাছে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রল]

শিউ। চৌধুরী সা'ব। এখানে?

রেজা। এক ফক্কড় ছোকরার পাল্লায় পড়েছি হে। লক্ষ্মীছাড়াটা—সিনেমা দেখে দেখে চুরী ডাকাতির প্ল্যান করা অভ্যাস কচ্ছে।

শিউ। আপনাকে ভি তালিম দিচ্ছে কি?

রেজা। [হেসে] হাঁ। এই বেশে নিকুঞ্জর দোকানে চা খাচ্ছি, আর ছোকরা এসে আমার পাশে ঘেঁসে বসল। পকেট মারার তালিম নেওয়া আছে বোধহয়। নড়ে চড়ে ধাক্কা দিয়ে পিস্তলটি পকেটে আছে বুঝতে পেরে; উঠে গিয়ে নিকুঞ্জর সঙ্গে ফিস্‌ফাস্ ক'রে এসে আবার পাশে বসল। নিকুঞ্জটা কি রকম সয়তান লোক জানত?

শিউ। লম্বরী হারামী।

রেজা। সে বোধহয় ছোকরাকে বলেছে যে আমি রাজাবাজারের রেজা গুণ্ডা। ছোকরা ধীরে ধীরে আলাপ জমিয়ে ওর প্ল্যানটি আমায় বাতলাল।

শিউ। কাণ ধরে থানায় লিয়ে আপনার প্ল্যান ভি সমঝাইয়ে দেন।

রেজা। না না। কোন একটা দলের কাছে হাত খরচা পায় বল্লে। সুতো ছেড়ে দেখি। তারপর দরকার মত টেনে তুললেই হবে। কিছুদিন থেকে এ তুদোর সেই শশাঙ্কের দলের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এই ছোকরা যদি তার দলের হয়, তবে হযত কিছু পাত্তা পাওয়া যেতে পারে।

শিউ। শশাঙ্ক ত' হররোজ সিঁথীর বাগানে আসে।

রেজা। প্রমাণ শুদ্ধ হাতে নাতে ধরতে চাই। তুমি যাও, বোধ হয় ছোকরা ফিরছে।

[শিউ কষণ তাড়াতাড়ি সরে গেল। অপর দিক থেকে ছোট্‌কা এসে হাসিমুখে বল্ল।]

ছোট। হার্মাভ বোগাসের প্ল্যান স্যার।

রেজা। কি ?

ছোট। বিলিতি টকার হার্মভি বোগাসের প্ল্যান।

রেজা। হার্মাফ্রু বোগাট বল।

ছোট। ঐ হ'ল। পাক্কা প্ল্যান স্যার। ঠিক এই পথ দিয়েই আসছে। দিন পিস্তলটা।

রেজা। যদি চেচায় ?

ছোট। কপালে পিস্তল চেপে ধরলে ওর বাপ শুদ্ধ হক্‌চাকিয়ে যাবে না ? আর চেচায়ও—ঐ নিকুঞ্জর দোকানে যা জোরে লাউড স্পীকার বাজছে— ভুঁ ভুঁ ববাবা—কেউ শুনতেই পারবে না, দিন্।

[রেজা পিস্তল দিল, ছোট্‌কা উলটে পালটে দেখতে লাগল]

রেজা। চালাতে জান ?

ছোট। একটু দেখিয়ে দিন না।

রেজা। ঐ যে এসে পড়লো, দেখিয়ে যা পার কর। আমি সরে দাড়াই।

[রেজা সরে গেল। ছোটকা পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকের উপর চোখের নীচে বেঁধে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। মেয়েটি ব্যস্তভাবে এসে ছোটকাকে এভাবে দেখে সভয়ে বল্লে]

মেয়ে। কে ?

ছোটকা এক লাফে এসে, বাঁহাতে তার ঘাড় ধরে ডানহাতে পিস্তলটি কপালের কাছে উঁচু করে ধরে বল্ল]

ছোট। খবরদার। টুঁ শব্দ কল্লেই গুলি কর্ব। টাকা দাও।

মেয়ে। আল্লা কসম্ —টাকা ত আমার নাই।

ছোট। বটে, চালাকি হচ্ছে ?

[পায়ে লেঙ্গী মেরে মেয়েটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার হাত মুচড়ে কাপড়ের ভিতরে লুকান একটি টীনের কৌটা ছিনিয়ে নিল। টাকা কৌটায় আছে কিনা দেখে নিতে সে মুহূর্তের জন্য দেরী করে। মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে তার একটি পা জড়িয়ে ধরে বল্ল]

মেয়ে। [কাঁদতে কাঁদতে] ও টাকা নিলে আমার বাচ্চা দুটো না খেয়ে মরবে- -একটা কগ্ন মানুষ মরবে।

ছোট। যে মরে মরুক। আমার কি ? আমি মলে কি কেউ দেখবে ? আমার পা ছাড়্ বলছি।

মেয়ে। আমাকেও গুলী করে মেরে ফেল গো -

ছোট। চুপ। পা ছেড়ে দে বলছি।

[পায়ে ঝাঁকী দিতে লাগল]

মেয়ে। বাচ্চারা না খেয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আমি কি খাওয়াব—কেমন ক'রে বাঁচাব—আমার যে কিচ্ছু নাই। বুড়োটার আখেরী দিনের জন্ম বাঁচিয়ে রাখা টাকা কয়টা আমি কত কেঁদে কেটে নিয়ে যাচ্ছি।

ছোট। আ গেল যা ! পা ছাড়্ বলছি।

মেয়ে। তুমি জোয়ান মরদ ওটাকা ছাড়াও তোমার খোরাক চলবে আমার বাচ্চা দুটো— ।

ছোট। দেং দেবী। বাচ্চা দুটো—

মেয়ে। তোমার মা থাকে ত তাকে শুধিয়ে দেখ—ছেলের জন্য মায়ের ম কেমন করে। আমি যে মা—বাচ্চাগুলো মরার আগে আমায় মে ফেলগো— আমায় খুন করে যাও।

ছোট। নইত চুপ ক র স্থির হয়ে থেকে লে চলে যা—

। বোটা ফেরৎ দিল মে টি যেতে যেতে বলল।

মেয়ে। আ া! তোমার রহম ক র?

ছোট। ত নবাব হুম করে। আমার মা রোজ কাঙ্গালের ঠাকর বলে কাঁদ না? আমি রোজ শুনি নি? রহম্ করবে, হুঁঃ— রহম ক র

— , চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

মা া টানাটানি করে জুতোর বকলসটা ছি ড়ে দিয়ে গেল। ধেৎ তেরী মুখের রুমাল খুলে মাটিতে বিছিয়ে, এক হাঁটু গেড়ে বসে জুতে বকলসটা আটক তে চেষ্টা কচ্ছে, এমন সময় রেজা এল

রেজা। কি হে ছোকর ! কাজ হাসিল হ ল?

ছোট। হ ল না। [পিস্তল ফেরৎ দিল।]

রেজা। টাকা ছিল না?

ছোট। ছিল।

রেজা। তবে নিচ্ছ নিশ্চয়। রওয়া দাও। বস্তীতে খবর দিলেই সব হৈ হৈ করে তেড়ে আসবে। চটপট্ সরে পড়ি। [উঠে দাঁড়াল]

ছোট। কি জানেন, প্রাণ আমার টিকই ছিল। ঐ হারামজাদীর গল আওয়াজটা ঠিক আমার মরা মায়ের মত। কান্নার রকমটা রকম। বাচ্চা দুটো খেতে পায় না ব'লে এমন ধাপ্পা লাগালে—

বেজা। আব তুমি টাকা ফেরৎ দিলে— না ? আমায় ধাপ্পা দিচ্ছ ?

ছোট। ধাপ্পা নয় সাহেব। দেখুন, আমি তো যা হোক ক'বে পেট চালাচ্ছি। ঐ মা টা কি কবে ?

বেজা। চালিয়াতী হচ্ছে ? চল তোমায় সায়েস্তা কব।

[ছোটকাব ঘাড়ে হাত দিয়ে টানলো]

ছোট। [কাচুমাচু হ'য়ে] খুটমুট কষ্ট দিলুম। আপনি মেজাজমত রাগতেই পাবেন—আব গালমন্দ মাবধব যাই করুন মেজাজ সইতেই হবে আমায়।

বেজা। [ঝাঁকো দিয়ে] চল্।

ছোট। জুতোটাও ছিঁড়ে দিলে—হার্মিড বোগাসেব প্যান্টাও ছেঁড়ে দিলে --বেটী মায়েব কথা ভুলে [রেজা ছোটকাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। বিপরীত দিক থেকে শশাঙ্ক, মাণিক ও বিশু এল]

শশা। ঐ স্থাখ বিশু। তোমাব আগেব ভাবেব কাণ্ডটা দেখে বাখ। ও নাকি সন্ধ্যেবেলা থেকে এ লোকটাব সঙ্গে গুড় গুজ কচ্ছে। এই মাণিক ব'লে।

বিশু। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি গিয়ে ওব কান ধবে নিয়ে আসছি। [বিরক্ত বিশু ক্রুদ্ধ হ'য়ে চ'লে গেল]

শশা। এদেব ডাকাতকেই ফাঁসিতে দিতে হবে।

মাণি। বেশ বডব বু' বিশু তো খুব কাজের ছেলে। বুদ্ধিও ধারাল।

শশা। ঐ ধাবাল বুদ্ধিই ভয়েব কথা।

মাণি। কেন, ভয় পাচ্ছেন ? বেইমানী ক'রে না কক্ষণো।

শশা। টাকা টাকা ক'রে বড্ড দিক্ কচ্ছে। এদিকে পুলিশের গুতোয় কাজ কারবার মন্দা। O, C, টী নিজে কুঁড়ে কিন্তু লালবাজার থেকে বকমারী সব টিকটিকি আমদানী ক'রেছে। যোধন সিং এর দলের সব কটাকে আটকে ফেলেছে জান ?

মাণি। সে-ত শুনেছি।

শশা। এ অবস্থায় নতুন কাজের ঝুঁকী নেওয়া চলে না। বিশু যদি টাকার জন্য তাড়া দেয় -তবে বাধ্য হয়েই ওদের ধরিয়ে দিয়ে নিজের জান বাঁচাতে হবে।

মাণি। ধরা পড়ে ওরা যদি সব ফাঁস ক'রে দেয়?

শশা। বিশুকে ওর ভাইয়ের কাণ্ডটা দেখিয়ে রাখলুম কেন? ও ভাববে ভাইয়ের ভুলেই ও ধরা পড়লো। আর তাছাড়া দলের কথা কি বলে দিতে পারে? জেল গেল যাই হোক—দল থাকলে বেরিয়ে এসে খেতে পাবে। দল না থাকলে পেট চলবে কিসে?

মাণি। বিশুদের ধরিয়ে দিলে কিন্তু অন্যায় হবে।

শশা। কেন? অন্যায় কিসে? ওরা গরীব, ওদের রক্ত কেউ না কেউ শুষে খাবেই। খেটে খেতে গেলে মালিকরা শুষবে,—আর তিতিবিরক্ত হ'য়ে চটেমটে অসৎ পথে এলে আমরা শুষবো। মাথা চিরদিন হাত পায়ের উপরেই থাকে আর তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, বুঝলে? চল।

মাণি। বিশু আসুক।

শশা। কি খবর, সে ত আড্ডায় এসে বল্লেই হবে। আমায় শুধু বলে রাখতে হবে যে ও লোকটা একটি ডিটেক্‌টিভ। ব্যস্! তা হ'লে ধরিয়ে দিলে ও ভাববে—ভাইয়ের ভুলের জন্যেই ধরা পড়লো —।

মাণি। কিন্তু--

শশা। কোনও কিন্তু নেই। মাথা চিরদিন হাত-পাকে চালাবে। বলে দুনিয়ার মানুষ সমান হবে! আরে বুদ্ধিতে সমান না হ'লে সমান হবে কি করে? ঐ যে বলে না -

আজব সহর কলকাতাটা আজগুবীতে ভরা

বুদ্ধিমানে করে চুরি বোকা পড়ে ধরা।॥

মাণি। [হেসে] সাধে কি আর বড়বাবু হয়েছ ?

শশা। তবে ? চল—চল—

[তুজন হাসতে হাসতে চলে গেল। ফিডার রোডের দিক থেকে এল বিশু আর ছোট্‌কা]

বিশু। [রেগে বিরক্ত ভাবে] তুই একটা আস্ত উল্লুক—গাধা।

ছোট। বারে! নিকুঞ্জ আমায় বল্লে—যে ও রাজাবাজারের রেজা গুণ্ডা। ঐ বড়বাবুরা যাচ্ছেন।

বিশু। যাক্। শোন্ ছোট্‌কা। কটা দিন একটু মুখ বুঁজে সামলে থাক্। রাণীর বিয়ে ব'লে বড়বাবুর কাছে কিছু টাকা আমি চেয়ে রেখেছি। হাতে এলেই তোকে এখান থেকে সরিয়ে দেব।

ছোট। কোথায় ?

বিশু। আমেদাবাদ, কানপুর, বোম্বাই যেখানে হোক।

ছোট। [উৎফুল্ল হ'য়ে] বোম্বাই। খুব ভাল হবে।

বিশু। লেখাপড়া ত শিকেয় গেল, সেখানে গিয়ে কোনও মিল টিলে কাজ নিয়ে সৎপথে থাকবি। এ বাসায় তোকে নিয়ে অবধি আমার বিচ্ছিরি লাগছে।

ছোট। মিলের মজুর আমি হবই না।

বিশু। কেন ?

ছোট। বাবাও ত' মিলে কাজ কত। ওই রকম হব ? কক্ষনও না।

বিশু। এখানে এভাবে থাকলে ফেঁসে যাবি। জেল খেটে মরবি।

ছোট। জেল ফাঁসা যাই হোক, সে ত কবুল ক'রেই এসেছি। তবে যদি টকীতে ঢুকতে পারি,—হা হোটেলে খাব—বারে যাব—হিরোইনদের সঙ্গে ঘুরবো। [বিশু এক চাটি বসিয়ে দিল]

বিশু। হতভাগা ইডিয়ট্।

ছোট। [মাথায় হাত বুলিয়ে] মারলে ভাল হবে না বলছি। তোমার দল ছেড়ে আমি রেজা সাহেবের দলে ভিড়ে যাব।

বিশু। রেজা সাহেব! ওটা যে টিকটিকী সেটা বোঝাব বুদ্ধিও তোর নেই?

ছোট। যত বুদ্ধি তোমার! লুটে পুটে এনে সব বড়বাবুর হাতে তুলে দাও — আর তারপর হাত পেতে ভিক্ষে কর। ভাবিস এক টাকা জলপানি আর দুবেলা খোরাক, সে আমার পকেট মেরেও জুটে যাবে।

বিশু। জেলে গিয়ে জুটবে বাইরে নয়। ইডিয়ট।

ছোটকাকে ঠেলে নিয়ে চলে গেল। রাস্তার দিক থেকে এল রেজাবেশী চৌধুরী ও শিউকিষণ।

শিউ। ভেগে যায়। পাকড়ে লিব কি?

রেজা। নাঃ। থাক। ঐ মেয়েটা সাক্ষী না দিলে ত কিছু করা যাবে না।

শিউ। এখুন উর মারে কিছু বললো না। থানায় লিয়ে ধমক লাগালে তখুন বোলবে।

রেজা। শিউকিষণ ওরা চুনোপুঁটি। [illegible] যারা থাকে তাদের পাত্তা লাগাতে হবে।

শিউ। সে উসব মানুষ নিজে হাতে কিছু ক'রে না। মোটর সে ঘুমে আর বড়া বড়া মানুষের সাথে দোস্তি মহব্বৎ খানাপিনা—

রেজা। হুঁ। সেই ত মুস্কিল।

শিউ। এ লোক পাকড়ে লিন। একটা কেসত হোক।

রেজা। ছোকরা টাকা নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছে। তাই ওর নামে মেয়েটা কিছু বল্লে না। ছোকরার মনে মানুষের মত এখনও কিছু আছে। এরা লোভে লালসায় আর কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে যায়। এদের পাগলামীর সুযোগে যারা নিজেরা শাঁস খেয়ে, এদের ছিবড়ে চুষতে দেয়— তারাই হচ্ছে সমাজের শত্রু।

শিউ। চৌধুরীবাবু। ঐসব আদমীর কিছু করতে পারবেন না।

বেজা। আইনের ফাঁকে তারা বেরিয়ে যায়। আচ্ছা দেখা যাক্। চল।

[ওরা আবার কিডার রোডের দিকে ফিরে গেল]

—পর্দা

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[বিশু যেদিন ছোটকাকে নিয়ে চলে গেল, সেদিন থেকে ইন্দ্রনাথ যেন কেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। অতীতের দিকে পিছন ফিরে চেয়ে, সে ভুলের পর ভুল দেখতে পায়, আর অনুশোচনার আগুনের জ্বালা তাই মদ খেয়ে নিভাতে চায়। কাজ খোঁজার উপলক্ষ করে পথে পথে ঘোরে। আর কোলাহলে মুখরিত কলকাতার জনস্রোতের অবিরাম গতির সঙ্গে তার আর সামঞ্জস্য নেই অনুভব করে মরণের কথা ভাবে। যে পলায়নী মনোবৃত্তি তাকে মদের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, সেই মনোবৃত্তি তাকে তার এই দুঃসহ জীবনকেও এড়াতে প্ররোচিত করে। দিনের পর দিন একই ভাবে কাটে। ঘরভাড়া আর খাওয়ার খরচ জোগাতেই বাণীর দিবারাত্র পরিশ্রমের অর্জিত অর্থ

ফুরায়। সন্ধ্যা হলেই মহাবীর সাউর মদের দোকানের আশে পাশে ইন্দ্রনাথকে **দেখতে** পাওয়া যায়। কোনও দিন কোনও পুরাতন পরিচিত পানপিয়াসীর **অনুকম্পায়** তারও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কোন দিন বা হয় না। সেদিন **ক্লান্ত** অবসন্ন দেহ আর বইতে না পেরে বিকেল বেলার দিকেই সে ঘরে ফিরে **এল।** বাণী ঠোঙা তৈরীর সরঞ্জাম গুছিয়ে তুলতে লাগল। ইন্দ্রনাথ তার **দেহ** তক্তাপোষের উপর এলিয়ে দিয়ে বলল—

ইন্দ্র। দেহ আর বয় না বাণী। এই রাক্ষুসে সহরে তুই একা, একথা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে। উঃ। হারামজাদারা একটা খবরও দেয় না। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও ত' জানি না। দুনিয়ায় আমাদের খবর নেবার কেউ নেইরে, আমার কেউ নেই। গরীব বলে আমাদের আত্মীয় স্বজন আমায় খরচের খাতায় লিখে রেখেছে। কেউ খোঁজও করে না।

বাণী। বাবা, মহাবীর সাউর একজন লোক এসে তোমার খোঁজ কচ্ছিল।

ইন্দ্র। মদের দোকানওয়ালা মহাবীরের লোক?

বাণী। বোধ হয়।

ইন্দ্র। কি বললে সে লোকটা?

বাণী। দরজা খুলতেই একেবারে হুড় হুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি চেঁচামেচি কত্তুম. তা তোমায় খোঁজ করলে তাই—টাকা পায় না কি, বাবা?

ইন্দ্র। মদের দোকান কি ধার দেয়? যাদের দেয় তারা আমাদের মত লোক নয়। কিছু বলেনি?

বাণী। একবার গিয়ে দাখা ক'ত্তে ব'লে গেছে।

ইন্দ্র। [উঠে বসল] দেখা ক'রতে বলেছে! যাই একবার দেখা করেই আসি। আশা! কণ্ঠাগত প্রাণ হ'লেও মানুষের আশা যায় না।

যেখানে চেনা যাকে পাচ্ছি, তাকেই একটা কাজের খোঁজ দিতে **বলছি।** মানের বালাই সরিয়ে দিয়েও কাজ পাই না।

বাণী। চ'লে ত' যাচ্ছে।

ইন্দ্র। হ্যাঁ। যা চলা চলছে! আমারা slow-race-এ first হব। উঃ। ঐ হারামজাদা ছেলে দুটো কি বেইমান—কি বেইমান।

[ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল। বাণী দরজার কাছে গিয়ে বলল]

বাণী। বেশী রাত ক'রনা কিন্তু।

[নেপথ্য থেকে পুঁটী ঠাকরুণ বল্লেন "কে গেলরে বাণী"?]

বাণী। বাবা এসেছিল। আবার টিহল দিতে বেরুল।

[পুঁটী ঠাকরুণ আসতেই বাণী পিছিয়ে এল]

পুঁটী। এলই বা কেন? গেলই বা কেন?

বাণী। আশার ধোঁকায় ছুটো ছুটি কচ্ছে।

পুঁটী। বুড়ো বয়সে অত ছুটোছুটি পারেও ত'। হ্যারে, বিশুরা কোনও **খবর** টবর নেয় না?

বাণী। কই আর নেয়।

পুঁটী। তোর মেসো বলছিল যে, সে একদিন ছোটকাকে একটা ভাল **পোষাক** পোষাক পরে ভাল গাড়ীতে চেপে যেতে দেখেছে।

বাণী। এ্যাঃ, চোর ডাকাতের দলে ভিড়েছে বোধ হয়?

পুঁটী। তা কেন, মোটর ড্রাইভারওত হতে পারে! পারে না?

বাণী। দুমাস হ'ল গেছে, এর ভেতর শিখে ড্রাইভার হ'য়ে গেল?

পুঁটী। যখন হবার হয় তখন কেমন করে যেন সব হয়ে যায়। **আবার** যখন হয় না তখন কিছুতেই হয় না। হয়ত কোনও **সুবিধে** হয়েছে।

বাণী। ওদের হলেও সে খবর ওরা আমাদের দেবে না মাসী। ওরা সত্যিই বেইমান! বেঁচে আছি, না মরে গেছি সে খবরটাও নেয় না।

পুঁটী। তোর মেসো বলে, আজকালকার ছেলেরা ঐ রকম। সেদিন ওকে বলেছিলুম যে আমরা বুড়ো হলুম, কে আগে যায় ঠিক কি ? একটা ছেলে থাকলেও কত ভরসা। তোর মেসো বল্লে—"ছেলে পুলে যে দেযান সেজন্য ঠাকুরকে দুবেলা দণ্ডবৎ কর পুঁটী। দুনিয়া বদলে যাচ্ছে। সবাই জন্তু জানোয়ারের মত আপন আপন পেটের ধান্দায় ফিরবে—কেউ কারোর খোঁজ করবে না।"

বাণী। তাই কি ? হরিসাধন বাবু কিন্তু বলেন যে সারা পৃথিবী জুড়ে জনসমুদ্রের মন্থন হচ্ছে ; গোড়াতে বিষ উঠলেও শেষ পর্যন্ত নাকি অমৃত উঠবে।

পুঁটী। ও, এসব বলে বুঝি ! ছেলেটা ভালো, বেশ কতাবার্তা। আর একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। ওর বুড়ী মাকে যা সেবা করেছে দেখেছিত। ও ত, তোর খোঁজ খবর নেয়। কি বলে ?

বাণী। কি আর বলবে, দুঃখ দেখে খাহা করে। ঠেকায় পড়লে ধার দেয়। তা আমি ধার নেওয়া ভালবাসি না। নিইও না।

পুঁটী। আমি ওকথা বলছি না। তোর উপর টানত দেখতে পাচ্ছি। বলি উট্‌কো পিরীত কর্তে আসে, না বিয়ে টিয়ে কত্তে চায় ?

বাণী। বিয়ে কত্তে চাইলেইবা কি হবে। আমরা বামুন আর ওরা শূদ্র।

পুঁটী। 'মনত' হচ্ছে। দ্যাখ. তোর বাপত ওই রকম। ভাইয়েরাও খোঁজ নেয় না। বাপ মলে তুই যে বান-ভাসি হবি !

বাণী। কেন? নিজে খেটে রোজগার করে খাচ্ছি—বানে ভাসব কেন? বাবাকে এই আবহাওয়ায় ফেলে আমি কি বিয়ের কথা ভাবতে পারি মাসী ?

পুঁটি। দ্যাখ বাণী, সংসার অত সহজ ঠাঁই নয়। আমি কেউ আসতে যেতে সাড়া দিই তাই। নইলে তোর বয়েসের কাল, সে যে কী জঞ্জাল জানিস ত' ? বিয়ে করতে চায় ত' আমায় বলিস , আমি আর তোর মেসো তোর বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাব। লোকটা ভালো,

সারাদিন খেটে এসে আবার ওই ছেলেগুলোকে বিনি পয়সায় পড়ায়। এখন নাকি আয়ও বেড়েছে। আমি চল্লুম, তোর মেসোর আসার সময় হলো। তোর ভালো হবে—কল্যাণ হবে। ভগবান যার ভালো করে বুদ্ধি সুদ্ধিও তার ভাল করে।

[পুটি ঠাকরুন চলে গেল। বাণী ঠোঙ্গাগুলো গুছিয়ে বাণ্ডিল বাঁধতে যাচ্ছে, এমন সময় নেপথ্য থেকে পুটী ঠাকরুন হাঁকলেন, "কে" ? উত্তর এল "আমি হরিসাধন মাসিমা।" বাণী হাসিমুখে দরজার দিকে চাইল। হরিসাধন "চক্রবর্তী মশাই" বলে ডেকে ঘরে ঢুকলো।]

বাণী। আসুন আসুন। এই মাত্র আপনার নাম হচ্ছিলো। বাঁচবেন অনেক দিন।

হরি। বাঁচতেই ত' চাই। তাই তো তোমার কাছে ছুটে ছুটে আসি।

বাণী। কি যে বলেন ?

হরি। বুঝতে পারলে না বাণী। আজকের যুগে মানুষ এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে যা কিছু তার নিতান্ত দরকার তাও একা কারো সংগ্রহ করার উপায় নেই। আমি ফ্যাক্টারিতে খাটি, কিন্তু খাওয়াতে চাই ? ধর, যদি ধান আবাদ থেকে সুরু করে—ডাল তরকারি মাছ মাংস সব আমায় উৎপন্ন করে নিতে হত, তাহলে এই কাজ করা কি সম্ভব হত? আমার হয়ে অন্যে সে সব কাজ করে দিচ্ছে। আমি আবার এই কাজ করে তাদের মেহনতের দাম দিচ্ছি।

বাণী। ওসব ভারী ভারী কথা আমি বুঝি না।

হরি। আমি কাজ করে টাকা আনছি। তা থেকে যা যা দরকার কিনে কেটে নিচ্ছি। আবার রান্না বান্না বাজার হাট তাও ত, কচ্ছি। সে কাজ যদি আমার হয়ে কেউ করে আবার তার যা দরকার আমি যদি সেটার ব্যবস্থা করি তাহলে আমারও সুবিধে তারও সুবিধে।

বাণী। ঘর কন্না সংসার ত মানুষ সেই জন্য করে।

হরি। আমিও ত সেই জন্য ঘর কন্নাকত্তে চাই। কিন্তু তুমি ত' মত দিচ্ছনা।

বাণী। আমাদের সংসারে কি যেন একটা অভিশাপ আছে। কিছুতেই কারো ভালো হবেনা। আমাদের সঙ্গে জড়ালে আপনিও অনেক দুঃখ পাবেন।

হরি। দুঃখ পাওয়াতেও সুখ আছে জানো বাণী।

বাণী। [হরিসাধনের মুখের দিকে চেয়ে একটু খানি হেসে] যদি জানতে ইচ্ছা হয় অন্য সময় জেনে নেব। এখন এই ঠোঙ্গা গুছিয়ে নিয়ে দোকানে দিয়ে, চাল ডাল আনব। তারপর বাবার জন্যে রান্না করব, লণ্ঠনে তেল নেই তার ব্যবস্থা করব। আমার কি দম ফেলবার সময় আছে।

হরি। এই ত' - দুঃখ সওয়ার সুখ তুমিও জানো। যাকে আপন ভাবা যায় তার জন্য দুঃখ সয়েও সুখ হয় বাণী।

বাণী। তাই বুঝি আপনি আমার জন্য দুঃখ পেতে চান? কিন্তু কেন বলুনত?

হরি। আমি ত' অনেক বার তোমায় বলেছি বাণী, যে আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি।

বাণী। শ্রদ্ধা!

হরি। ভালবাসা কথাটার এত অপব্যবহার হয়েছে যে সে কথাটা ব্যবহার কত্তেও সঙ্কোচ হয়।

বাণী। ও! বুঝলাম।

হরি। কি বুঝলে?

বাণী। বুঝলাম যে আপনি আমায় শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু নিজের সুখের জন্য আমার বুড়ো বাপকে ফেলে যদি সরে যাই তখন কিন্তু আর শ্রদ্ধা কত্তেও পার্বেন না—ভালবাসতেও পার্বেন না।

হরি। তুমি ভুল বুঝোনা বাণী। বিকট দারিদ্র আজ মানুষের মনুষ্যত্বের প্রচণ্ড শত্রু হয়ে মহামারীর মত সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। কেউ অদৃষ্ট বলে সয়েই যাচ্ছে কেউ নানাভাবে এড়াবার চেষ্টা করেও এড়াতে পারছেনা। আমি [illegible]। আমরণ লড়তে চাই। তুমি পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমায় সাহায্য করবে না।

বাণী। আপনি এমন করে বলেন—

হরি। আরও অনেক রকম করে অনেক কথা বলব। আজ তোমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব করব। তাই এসেছিলাম।

বাণী। বাবা বোধহয় মত দেবেন না।

হরি। কেন?

বাণী। আমরা বামুন যে, আপনি ত জানেন।

হরি। আমরা সবাই এক জাত। আর সে জাতের নাম মানুষ। [illegible] গৌরব আঁকড়ে থেকে লাভ কি?

বাণী। ছাড়াই কি সহজ কথা?

হরি। ছাড়তে ত' হবেই। তুমি বুঝে দেখ বাণী, বাপ ঠাকুর্দার পোষাক আমরা ত পরিনা। তাকে যত্ন করে তুলে রাখি, পোকায় না কাটে তাই রোদও দেখাই। ঝাড়ি পুঁছি শুধু তাদের স্মৃতি [illegible] সঙ্গে জড়ানো আছে বলে। গায়ে দিয়ে বেড়াইনা কেন — ওটা এ যুগে বেমানান, অচল। তাই আমরা এখন নবীন, তাই পুরোনো দিনের গৌরবের জের টেনে বেড়ান আমাদের লজ্জার কথা। আমার ঠাকুর্দা মস্ত বীর ছিলেন বলে বেড়ালে কি আমাদের শক্তিহীন স্বাস্থ্যহীন ঝিঁটকে মারা হাড় কণ্ঠাসেরে মূর্তির লজ্জা ঘুচবে, না — আরও বাড়বে?

বাণী। আপনার সঙ্গে কথায় কেউ পার্বে না। আমি ত' কিছুতেই না।

হরি। কথায় পারবার দরকার কি তোমার? আমি কথা কইব তুমি কাজ কর্বে।

বাণী। আচ্ছা বেশ। এখন যান আমায় কাজ কত্তে দিন।

হরি। আমি আজ কিন্তু তোমার বাবাকে বলবই।

বাণী। বাবাকে মদের দোকানে মহাবীর সাউ ডেকে নিয়ে গেছে। আজ কিছু বলার সুযোগ হবে বলে ত মনে হয় না।

হরি। আচ্ছা, আজ নাহয় কাল, নাহয় তার পরদিন আমি সে সুযোগ করে নেবই।

[হরিসাধন চলে গেলে বাণী খুসিমনে গুন গুন করতে করতে লণ্ঠনটা জ্বেলে ঠোঙ্গা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলল]

বাণী। মাসী, আলো জ্বেলে দোর খুলে রেখে গেলুম। হয় ত বাবা ফিরলে খোঁজ কল্লে বোল ঠোঙ্গা নিয়ে দোকানে গেছি।

[বাণী বেরিয়ে গেল। পিছনের খোলা জানালায় এসে উঁকি দিল বিশু। সে চাপা গলায় "বাণী" বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে ঘরের চারিদিকে দেখে নিল। জানলা থেকে সরে যাবার একটু পরেই সে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। নেপথ্য থেকে পুঁটিঠাকরুণ সাড়া দিল, 'হরিদা বুঝি ?" বিশু চুপ করে একটু বসল, তারপর কে আসছে সাড়া পেয়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নেপথ্যে পুঁটি ঠাকরুণ বল্লেন, "বাণী তোর বাবা এসেছে"। বাণী ঘরে ঢুকে বিশুকে দেখে চমকে বল্লে।

বাণী। ও মা।

বিশু। চুপ আমি আজ রাতটা এখানে থাকব

বাণী। তা বেশ ত। [বিশু দরজায় খিল এঁটে দিলো]

বিশু। কেউ যেন না জানে আমি এখানে আছি। কেউ খোঁজ করেনি ত

বাণী। পরশু কে একজন জিজ্ঞাসা করছিল যে বিশু এখানে থাকে কি না তা পুঁটিমাসি বলে দিয়েছে যে বিশু এখানে থাকে না।

বিশু। ঠিকানা জানতে চায় নি ?

বাণী। বোধ হয় চেয়েছিল। কেউ [illegible] বলবে। কি যে তোদের মন দাদা, একবার আমাদের খবরও নিতে ইচ্ছে হয় না ?

বিশু। ইচ্ছে হয় কিন্তু উপায় নেই।

বাণী। কেন ?

বিশু। সে সব শুনে কেন মিছে কষ্ট পাবি। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে। আজ চারদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ রাত এখানে থেকে ভোর হবার আগেই স'রে পড়ব।

বাণী। [ভয় পেয়ে] কি হয়েছে ! তুই কি করেছিস্ দাদা ?

বিশু। খুন।

বাণী। খুন ?

বিশু। ধরা পডবার ভয়ে গুলি চালিয়ে—

[কথা শেষ হবার আগেই নেপথ্যে শব্দ পেয়ে চমকে থেমে গেল। দরজায় ইন্দ্রনাথ ডাকল "বাণী দোর খোল"। বিশু পাশের ঘরে সরে গেল। বাণী দরজা খুলে দিল। ইন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল]।

ইন্দ্র। দরজায় খিল এঁটে বসেছিলি কেন ?

[বাণী কি উত্তর দেবে ঠিক করতে না পেরে কথা চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে বলল]।

বাণী। বাবা, হরিসাধন বাবু তোমায় কিছু বলেন নি ?

ইন্দ্র। সে আবার কি বলবে ?

বাণী। উনি বলছিলেন যে তোমায় কি কথা ব'লবেন।

ইন্দ্র। কি কথা, ও তোকে বিয়ে করতে চায় বুঝি ?

বাণী। হ্যাঁ।

ইন্দ্র। খবরদার। খবরদার। মানুষ যখন মানুষ ছিলো, তখন বিয়ে সাদী ঘর কন্না এই সব করত। এখন অমানুষের যুগ, কতগুলো বেইমান

জানোয়ার সংসারে আনতে কেন নিজের বুকের রক্ত বিলিয়ে দিবি? দেখছিস না দু-দুটো ছেলে, খোঁজ নিতে একটাও নেই।

[বাণী চুপ করে আছে দেখে তার মুখের দিকে চেয়ে]।

সত্যিই বিয়ে কত্তে চায়, না ধাপ্পা?

বাণী। ধাপ্পা কেন হবে!

ইন্দ্র। আমায় না বলে তোর কাছে গুজ গুজ করে কেন? দুনিয়াটা ধাপ্পায় ভরে গেছে।

[একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে হঠাৎ উঠে লণ্ঠন তুলে নিল। তারপর বাণীর মুখের দিকে চেয়ে পাশের ঘরের দিকে এগুতেই বাণী বাধা দিলো।]

বাণী। বাবা ও ঘরে যেওনা।

ইন্দ্র। হুঁ, বুঝলাম। বিয়ে ক'রবে বলে ধাপ্পা দিয়ে তোর মাথা খেয়েছে। তাই দোরে খিল এঁটে বসেছিলি। ভেবেছিলি বাবা মদের দোকানে গেছে, চট করে ত' আর ফিরবে না। হারামজাদী।

বাণী। বাবা।

ইন্দ্র। চোপরাও, তোরা সব এক ছাঁচের। আচ্ছা, সে ব্যাটার ছেলে কেমন ভদ্রলোক একবার দেখি। ভদ্রলোকের মেয়ের মাথা খেলেই হলো!

বাণী। বাবা—ছিঃ ছিঃ তুমি চুপ কর। দাদা এসেছে, সেই ও ঘরে আছে।

ইন্দ্র। কে এসেছে? বিশু?

বাণী। হ্যাঁ।

ইন্দ্র। বটে! তাকে ধূপ গঙ্গাজল দিয়ে বরণ করে নিয়েছিস ত'? আজ একটা নূতন কাজ হবার কথা হ'ল। হলে কিছু সুসার হবে। সুপুত্র আমার অমনি আগে থেকে ভাগ বসাতে হাজির হয়ে গেছেন।

[পাশের ঘর থেকে বিশু বেরিয়ে এল]

বিশু। তোমার অন্ন ধ্বংস করতে আসিনি। কিছু টাকা বাণীকে দিতে এসেছি। এই নে বাণী।

[পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল]

খবরদার বাবার হাতে দিবিনা। তোর বিয়ের আশীর্বাদ বলে দিয়ে গেলাম। আমি চল্লুম। [দরজার দিকে গেল]

ইন্দ্র। অত টাকা তুই কোথায় পেলি ?

বিশু। চেচিওনা, পুলিশ ঘুরছে আমার পিছনে।

ইন্দ্র। কেন ? ডাকাতি করেছিস না খুন করেছিস ?

বিশু। দুটোই করেছি। খুব আশ্চর্য ঠেকছে, না ?

ইন্দ্র। [একটু চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলো] শুনেছিস্ ? উঃ ! কেউ যেন ছেলের বাপ না হয়।

বিশু। তুমি এই বলছ, আর ছোটকা মরবার সময় বলে গেছে "দুনিয়ায় কারো যেন আমাদের মত বাপ না হয়।

ইন্দ্র। ছোটকা মরেছে ? এ্যাঁ—মরেছে !

বিশু। হ্যাঁ, আমার এই দুহাতের উপর শুয়ে,—নিজের যন্ত্রণার কথা একবারও সে বলেনি। বলেছে, তোমার মাতলামী আর জুলুমের কথা, আর মার ভালোবাসার কথা। বলেছে "দাদা, মার চোখের জল রোজ দেখেছি, আর লুকিয়ে কেঁদেছি। পাছে মার মনে দুঃখ হয়, মুখ বুজে সব সয়েছি। মা ঠাকুরকে ডাকত, আমিও ডাকতাম, যেদিন সেই মা মরে গেল আর বাবা বেঁচে রইল সেদিন থেকে আর কোনদিন ডাকিনি। সারা দেহে যখন মারের চোটে ব্যাথা, বাবা তখন আমায় লাথী মেরে তাড়িয়েছে। আমি মার কাছে যাচ্ছি,"—এই তার শেষ কথা। পেছনে পুলিশ—আমরা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি, তার সৎকারও করিনি। তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

[বাণী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো]

ইন্দ্র। চুপ। বিশু, তুই তাকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিস। তুই ডবল খুনি। আমি তোকে পুলিশে দেব।

বিশু। দাও। তুমি বাবা, এটাত তোমারই কর্তব্য। মরবার সময় সারাদেহ ছোটকার অসাড়—তখনও সে বলছে "দাদা—মা স্বর্গে গেছেন—সে নিশ্চয় ঠাকুরকে আমায় ক্ষমা কত্তে বলেছে" মা হয়ত ওর জন্যও বলবে আমার জন্যও বলবে—কিন্তু তোমার জন্য কে বলবে ?

ইন্দ্র। উঃ! [উঠে দাঁড়ালো]

বিশু। চারধারে পুলিশ ঘুরছে। দল ছত্রভঙ্গ, তবুও তারা আমায় বাচাবার চেষ্টা করবে—এই আমার বিশ্বাস। আমি আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরের আগে আমার ভাগ্য নিয়ে পথে বেরুব। আমাদের জন্য তোমার কোন চিন্তা কত্তে হবে না। তোমার একটা ছেলেও তোমায় জ্বালাতে বেঁচে থাকবে না। ছোটটা গুলি খেয়ে মরেছে, বড়টা ধরা পড়লে ফাঁসি।

ইন্দ্র। [অস্থির হয়ে উঠলো] আমি কি করব! বাণী বল, আমি কি করব!

[নেপথ্যে একজন ডাকলো "ইন্দিরদা ঘরে আছো"]

বিশু। আমি লুকোই। [বাণী দরজায় পিঠ চেপে দাঁড়ালো]

বাণী। [সভয়ে] কে ?

ইন্দ্র। ও মহাবীর, ওরই সঙ্গে কাজের কথা হচ্ছিল।

[নেপথ্য থেকে মহাবীর বল্লে "খাস মক্কেল সঙ্গে করে এনেছি দাদা"। বিশু ততক্ষণে যে কাঠের বাক্সের উপর তোরঙ্গগুলি চাপানো আছে তার ভিতরে একপাশ থেকে ঢুকে বসেছে। বাণী সরে এল। ঘরে এলো মহাবীর সাউ আর দুটি সুবেশ যুবক]।

মহা। দরজা খুলতে দেরী কচ্ছিলে কেন ?

ইন্দ্র। এইত ঘরের ছিরি, কোথায় বসাব কি করব। আমিই যেতাম। বলেই এসেছি ত' যাবো।

মহা। আরে দাদা—শুঁড়ি খানার হল্লার মধ্যে কি বাতাচিত হোয়। তুমি উঠে এলে আর বাবু সব এসে গেলেন।

[যুবক দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। ইন্দ্রনাথ এবং বাণী দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ল]।

মহা। ইনি পিতাম্বর দাস, ইনি বিভূতি বোস, এদেরই Bar আছে বলেছি ত একজন বিসওয়াসী লোক চায়। তুমি খাঁটি লোক হোস্। পীতাম্বর বাবু, এই ইন্দিরদা গরীব লোক, কণ্ঠ সাক্ষী দিল আর বহুৎ ইমানদার।

বিভূ। হ্যা হ্যা, আজ কাল দুনিয়ার সব খাটি লোকই গরীব।

পীতা। যা বলেছ বিভূতি। যাক, কাজ করবেন ত' ইন্দ্র বাবু?

ইন্দ্র। আমায় কি কত্তে হবে।

মহা। রোজ বিকাল করে হাজির হবে আর খরিদ্দার সব দাম দিলো কিনা, বিল পৌছায় কিনা এই সব নজর রাখবে। অনেক রকম গড়বড় ত' হোয়।

পীতা। একটা Idea আমার মাথায় এলো হে।

মহা। কি Idea?

বিভূ। ঘরটা ঠিক খালের ধারে। আর এইত একটা জানালাও রয়েছে। মাল রাখলে এখানেও বেশ বিক্রী হবে। [ইন্দ্রনাথকে, পাঁচুবাল ঐ কাজ কর্ত। আপনি নিশ্চয় চিনতেন?

ইন্দ্র। হ্যা, সে এবাড়ী নয়। ওই বড় বস্তী থেকে ঢুকতে বাহাতী—

[বিভূতি টপ করে উঠে ঢাকা দেওয়া তোরঙ্গগুলোর কাছে গেল। বাণী ও ইন্দ্র চমকে উঠল]

বিভূ। এগুলোয় কি আছে?

ইন্দ্র। তেমন কিছুই নেই। শুধু পুরোন তোরঙ্গগুলো পড়ে আছে।

বিভূ। এতে মাল রাখা চলবে।

[উঠে করে পাশের ঘরে চলে গেল আবার বেরিয়ে এলো]

বিভূ। ও ঘরটাও ভালো। ওখানেও রাখতে পারেন।

ইন্দ্র। আমি চোরাই মদ বিক্রির কাজ করতে পারব না।

বিভূ। ভয় করে বুঝি? আপনার ছেলে বিশু থাকলে পারত। কি বল, পীতাম্বর?

পীতা। নিশ্চয় পারত। শুনেছি সে খুব Smart clever। বিশু আসে না?

ইন্দ্র। অনেক দিন আসেনি।

বিভূ। ওর সব খবর শুনেছেন?

পীতা। হয়ত আসবে। ওর পেছনে পুলিশ লেগেছে। ওর দলের লোকে অন্য নামে ওর ছবি পাশপোর্ট করে আমারকাছে পাঠিয়েছে।

ইন্দ্র। আপনার কাছে?

পীতা। আরে মশাই, মদের ব্যবসা করি। মক্কেল অধিকাংশ ত' ওই রকমের সব। নানা রকমের ঝঞ্ঝাট আছে, তাই ওরাও আমাদের সাহায্য করে আমরাও ওদের সাহায্য করি।

পীতা। বিশ্বাস হয় না? এই দেখুন না Passport আর visa। ইন্দ্রনাথের দিকে ধরলো, ইন্দ্র দেখে খালি মাথা নাড়লো।

বিভূ। আপনি আমার প্রস্তাব ভেবে দেখুন। এই কলকাতায় এমনি মদের দোকানের চেয়ে এসব দোকানে বিক্রি কম ত' নয়ই বরং অনেক সময় বেশী হয়।

ইন্দ্র। আমি ওসব পারবনা, মাফ করবেন। আপনার বারের ঐ কাজটি হয়ত সামলাতে পার্ব।

মহা। ঠিক পার্বে। দেখলেন বিভূতি বাবু, কি রকম সাচ্চা আদমী?

পীতা। তাহলে উঠি······ মহাবীরকে সঙ্গে নিয়ে কালই আমাদের ওখানে আসুন।

বিভু। যদি বিশু আসে, আপনার ত' জানা রইল। তবে যে রকম শুনছি ওর আজই পালালে ভালো হত। জাল যে রকম গুটিয়ে চেপে আনছে পুলিশ, এরপর সরতে পারবে কি পারবে না বলা কঠিন।

[ওরা উঠে এগুতেই যেখানে বিশু লুকিয়ে ছিলো সেই দিকে চেয়ে ইন্দ্রনাথ বলে উঠলো]

ইন্দ্র। শুনুন, বিশু কিন্তু এসেছে। ভয়ে লুকিয়ে আছে।

পীতা। এই দ্যাখো কি কাণ্ড। কে হে বিশু বেরিয়ে এসো।

[বিশু বেরিয়ে এলো একহাতে পকেটের পিস্তলটি ধরে]। আরে তুমি আমাদের ত চেনো না! ভয়তো পাবেই। এই নাও তোমার Pass port আর এই তোমার খরচের টাকা।

[Pass port আর টাকা এগিয়ে ধরলো—বিশু তার হাত থেকে নিতে আসবামাত্র পীতাম্বর তার হাতটি খপ করে ধরে ফেল্লে। ওদিকে বিভূতি একই সঙ্গে তার অপর হাতটি ধরে Hand cuff পরিয়ে দিল। দুহাত আটকাবার পর তার পকেট থেকে পিস্তলটি খুলে তিনটি টোটা বার করে বিভূতি বল্লে]।

বিভু। মালটি দেখেছ? এই তিনটি টোটা ছিলো। চালাতে পাল্লে রক্তা রক্তি কাণ্ড ঘটত। যাক্, অশেষ ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ মহাবীর জী। তোমার বুদ্ধিতে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি না করেই কাজ হাসিল হলো। চল চল [বিশুকে টানতেই সে বাধা দিয়ে বল্লে)।

বশু। একটু দাঁড়ান। বাবা, ফাঁসীর পর আমিও ছোটকা আর মার কাছেই যাবো। জ্ঞান হওয়া থেকে যে বিচারের কথা শুনে আসছি, যদি সে বিচার থাকে, তবে সেদিন যে তিন জনকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছো তাদের মরনের জবাব দিও।

মহা। আরে ভাই, ঝুট মুট খড়া মানুষকে কেন দোষ দাও। আপন আপন করম। চলো পীতাম্বর বাবু। বাবা কিছু ইনাম বকশিস করে দিও। দেখো না হল্লা না হাঙ্গামা, বিলকুল শান্তি সে কাম হয়ে গেলো [বিশুকে নিয়ে ওরা চলে গেল। পাছে পাছে বাণী কাতর কণ্ঠে "দাদা, দাদা," বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ বজ্রাহত বনস্পতির মত দাড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ সে তক্তাপোষের পাশে বসে দুহাত হাটুর উপর রেখে হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা লুটাতে লাগলো। জীবনের কত কথা ঝড়ের মত তার মনে এসে এলোমেলো ভাবে ছুটাছুটি করতে সুরু করলো। ঘরের জানালা দিয়ে গ্যাসের আলো তার মুখে পড়ে যন্ত্রনায় বিকৃত মুখ আরও বীভৎস করে তুললো। সে হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো। তারপর এক দৃষ্টিতে ঘরের এক কোনের দিকে চেয়ে রহলো। তেলহীন বাতি ধীরে ধীরে নিভে এলো। অন্ধকারের ভিতর যেন সে দেখতে পেলো তার স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া ছোটকা আর বিশু তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে একটি অদ্ভুত বিকট ভঙ্গি করে দাড়িয়ে আছে। ইন্দ্রনাথ ভীত বিহ্বল কণ্ঠে চাপা গলায় বলে]

ইন্দ্র। লক্ষ্মীপ্রিয়া—ছোটকা—বিশু। তোরা (তার মনে হতে লাগলো যে লক্ষ্মীপ্রিয়া বলছে)

লক্ষ্মীপ্রিয়া। সংসার ভেঙেছলে—আমি প্রানপনে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছি। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে, আমার বুক ভেঙ্গে গেছে—সান্তনা নাই—পেয়েছি অনুযোগ আর অভিযোগ। তোমার মুখ চেয়ে বাঁচতে চেয়েছি, তুমি দু'হাতে মরনের মুখে ঠেলে দিয়েছো।

ইন্দ্র। তাই কি? সবই কি আমার দোষ? আর কারো কোন দোষ নেই? কে বলে দেবে—কে বলে দেবে? | তার পর মনে হলো বিশু বলছে—"পড়ার বই জোটে নি—স্কুলের মাইনে জোটে নি—ভারাপেট ভাত জোটেনি—পরণে জামা-কাপড় জোটে নি। একবারও

আমার মনের কথা ভাবনি। স্বুধু দূর দূর করে কুকুরের মত তাড়িয়েছ। অনাদর অবহেলায় কুসঙ্গীদের দলে ঠেলে দিয়েছো।

ইন্দ্র। ওরে, আমি পারিনি! প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, পারিনি। সংসারে আমার শুধু হারের পালা। অসহ্য দুঃখে বিষ খেয়ে এড়াতে চেয়েছি, পারিনি, শুধু তোদের কথা ভেবে—

[তার মনে হলো ছোটকা বলছে—"মা নিজে না খেয়ে আমায় খেতে দিতো! সেই মা তিলে তিলে আমার চোখের সম্মুখে মরেছে। সে তোমার জন্য, আমাদের জন্য ভেবে মরত। তাকে আজীবন দুঃখ দিয়েছো তাকে লাথি মেরেছো। অভাবের জ্বালায় পকেট মারতে গিয়ে মার খেয়ে জখম হয়ে এলে তুমি আমায় দূর দূর করে তাড়িয়েছো--]

ইন্দ্র। ওরে, অপমানের যন্ত্রণা সইতে না পেরে তোদের মেরেছি। তোরা যা ব্যথা পেয়েছিস, তার দশগুণ ব্যথা আমার বুকে বেজেছে। তোরা বুঝবিনা, সংসারে আমার শুধু হারের পালা—আমি হেরে হেরে অমানুষ হয়েছিরে— জানোয়ার হয়ে গেছি! বাণী—বাণী— মা ওদের বুঝিয়ে বল। তুই লক্ষী মেয়ে, তুই লক্ষী মেয়ে, তুই ত' সব বুঝিস মা। বাণী!! বাণী!! বাণী!! সেও বুঝি ছেড়ে গেছে। আচ্ছা, যার কাছে জবাব দেবার - আমি তা'র কাছেই দেবো, আমিও জবাব দেবো। আমিও জবাব দেবো।

[উঠে টলতে টলতে পাশের ঘরে গেলো—অন্ধকারে পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রনাথের আর্তকণ্ঠে আর্তনাদ শোনা গেলো "আমারও জবাব শুনতে হবে। ঠাকুর, আমারও জবাব আছে।" তারপর সব কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। লণ্ঠন নিয়ে হরিসাধন ও বাণী ঘরে এলো। বাণী ফুঁপিয়ে কাঁদছে—তাকে বসিয়ে দিয়ে হরিসাধন বলল।]

বাণী, স্থির হও।

বাণী। কিসে স্থির হবো? এত সাধের সংসারে এমন করে আগুন লাগে কার পাপে? সবাই ত সংসার রাখতে চেয়েছে, তবু চুরমার হয়ে গেল কেন? কেন যুদ্ধ এলো? সব কিছুর দাম চড়ল—প্রাণপণ খেটে আয় বাড়িয়েও কিছুতেই কুলোয় না। বাবা দম রাখতে না পেরে মদ ধরল, আর চারধার থেকে দুর্দশা আরো চেপে ধরলো। দাদার পড়া বন্ধ হলো—কুসঙ্গে মিশলো। ছোটকা পড়তেই গেল না—তার ওপর বুড়ো বলে বাবার চাকরি গেল। যে কটা টাকা পেলো দেনা শুধতে উড়ে গেলো। সাহায্য করার কেউ নেই, আহা বলার কেউ নেই—সুবুদ্ধি দেবার কেউ নেই। মা গেছে—ছোটকা গেছে—দাদাও গেল—আমি একা! আপন বলতে কেউ নেই। হরিবাবু! আমার মাথা ঘুরছে—আমার বুকের ভেতর কেমন করছে!

হরি। বাণী, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ কত লোক দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে। ধৈর্য ধরতেই হবে, কেঁদে কিছু হবে না। যাদের জন্য এত জগৎ জুড়ে হাহাকার—তারা পাষাণ, তারা চোখের জলে গলে না।

বাণী। ওসব কথা আমি বুঝি না। আপনি কি বোঝাবেন? আমাদের এ দুঃখ কেউ বুঝতে পারবে না।

হরি। বাণী! ঘর আমাদেরও ছিল। দারিদ্র আর অভাবেই ভেঙ্গেছে। বাবা দেনা করে সব বজায় রাখবেন ভাবলেন। কিন্তু তাঁর অভাবের পর ঘর আর রইল না। মাকে নিয়ে আমি এখানে উঠে এলাম। কই আমি ত ভেঙ্গে পড়িনি? যে কাজ পেয়েছি- তাই দিয়ে কোনরকমে চালাচ্ছি। সংসার চালনার জন্য তুমি যা করছ তা নিত্য দেখছি, আর শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠেছে। তুমি ত অবুঝ নও। মহাবিপদে কি ধৈর্য হারালে চলে? তোমার বাবা কি বেরিয়ে গেছেন?

বাণী। হয়ত গেছেন। ভুলবেন বলে মদ খেয়ে এসে হাউমাউ করে কাঁদবেন। বাবার দুঃখ দেখে আমার আরও অসহ্য হয়।

হরি। তুমি বস, আমি গিয়ে ওঁকে দেখি। তোমাদের লণ্ঠন কই ?

বাণী। ওই ত [পাশের ঘরে দোর গোড়ায় লণ্ঠনটি দেখিয়ে দিল ।

হরি। তুমি বস—আমি জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছি ।

[লণ্ঠন জ্বালতে গিয়ে পাশের ঘরে ইন্দ্রনাথ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে দেখতে পেয়ে হরিসাধন চমকে উঠল। "পুঁটিমাসী শিগ্‌গির আসুন" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এলো। বাণী উঠে গিয়ে তার বাবার ওই অবস্থা দেখে "ও বাবা কি করলে" বলে টলে পড়ে গেলো। হরিসাধন ও পুঁটিমাসী ছুটে এলো। পুঁটিমাসী ঘরের দিকে চেয়ে দেখে ঘুরে বসলেন।

পুঁটি। ইস, কি সবনাশ! লোকটা গলায় দড়ি দিলো? হায়! হায়! ওগো শিগ্‌গির এস —ও তারিণী—

হরিসাধন বাণীর অবস্থা দেখে ছুটে কলসী থেকে জল গড়িয়ে এনে পুঁটিমাসিকে বল্লে।

হরি। বাণীর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিন।

পুঁটি। মেয়েটি ওই দেখে ভিরমী লেগে পড়ে গেছে [জল দিয়ে ঝাপটা দিতে লাগলো। ওরা সবাই ব্যস্তভাবে ঘরে এল]

হরি। ওই যে চোখ মেলে চেয়েছে, আপনি ওকে উঠিয়ে আপনার ঘরে নিয়ে যান। আমি আর সবাইকে খবর দিই।

[বামাচরণ, তারিণী প্রভৃতি পাশের ঘরের দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল]

পুঁটি। বাণী— চল মা আমার ঘরে চল।

বাণী। [বিহ্বলভাবে চেয়ে] কোথায় যাব ?

পুঁটি। আমার ঘরে চল।

বাণী। [যেন হঠাৎ সব মনে পড়ল] না না, আমি যাব না মাসী, আমি—

আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই মাথা খুঁড়ে মরব। আমিই বা বেঁচে থাকব কেন ?

হরি। ছিঃ বাণী কেঁদোনা, চোখের জল ফেলোনা। বুকের আগুন নিভে যাবে।

বাণী। আর আমার কেউ নেই কোন আশ্রয় নেই, দাড়াবার ঠাঁই নেই।

হরি। বাণী, দেশের পোড় খাওয়া দুঃখের দল সব তোমার পাশে আছে কোনও ভয় নেই, সাহসে বুক বাঁধতে হবে। যে দুর্নীতি দুনিয়ার এ হাহাকার এনেছে, ঘরে ঘরে সর্বনাশ ছড়িয়েছে, যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটিয়েছে :—আজ নূতন করে তাকে নির্মূল করবার শপথ নিয়ে, স্নেহ দয়া মায়া মমতা ভরা ঘর গড়ার আশা নিয়ে, আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। হার মানলে চলবে না। চল বাণী, চলুন মাসী।

। ওরা বেরিয়ে গেলো। মানুষের জীবন মঞ্চের এক বেদনাময় দৃশ্যের উপর যবনিকা নেমে এলো।